ফোবানার ছায়ায়, মানুষের মায়ায়

Federation of Bangladeshi Associations in North America
Established in 1987
FOBANA®

FOBANA FOR HUMANITY

34th FOBANA CONVENTION 2020

28-29 November (Virtual)

Host : FOBANA Executive Committee

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

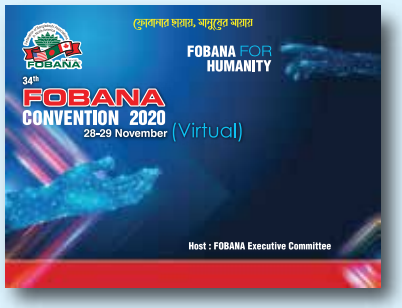

ফোবানার ছায়ায়, মানুষের মায়ায়

৩৪তম ফোবানা সম্মেলন
উপলক্ষে
বিশেষ স্মরণিকা

Special Souvenir of
34th FOBANA Convention-2020
(First FOBANA Virtual Convention)

Venue: Virtual

Date:
November 28-29, 2020

Host Organization:
FOBANA Executive Committee-2019-2020

Editor:
Anthony Pius Gomes

Publication Committee:

Dr Rafiq Khan
Pryalal Karmakar
Kabir Kiran
Nahida Ali Daisy
Enamul Haque Enam

Cover Design:

Bijoy Kumar Das

Graphic Design:

Bijoy Kumar Das
Abul Kalam Jahid

Printed by:

Arthakantha Publications & Printing
House - 405, Road - 29
New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206
Tel : 88 02 48811045, Mob : 01994-606060
Fax : 88 02 9862184
E-mail : arthakantha@yahoo.com
web : www.arthakantha.org

Coordination:

Business America Magazine

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

জাতীয় সঙ্গীত

বাংলাদেশ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রানে বাজার বাশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনের ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কী দেখেটি মধুর হাসি।
কী শোভা, কী ছায়া গো, স্নেহ, কী মায়াগো-
কী আচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কুলে কুলে।
মা, তোর মুখের বানী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে,
ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি।

NATIONAL ANTHEM

CANADA

O Canada!
Our home and native land!
True patriot love in all of us command.
With glowing hearts we see thee rise,
The True North strong and free!
From far and wide,
O Canada, we stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.

ফোবানার ছায়ায়, মানুষের মায়ায়

FOBANA FOR HUMANITY

NATIONAL ANTHEM

UNITED STATES OF AMERICA

Oh, say can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In full glory reflected now shines in the stream:
'Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle's confusion,
A home and a country should leave us no more!
Their blood has washed out their foul footsteps' pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight, or the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heav'n rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust."
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

সম্পাদকীয়

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

সময়ের স্রোতে আবার এসেছে ফোবানা সম্মেলন; কিন্তু এবারের সম্মেলন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটু ভিন্ন মাত্রার আয়োজন। প্রতিবারের মতো এবারের আয়োজন মহামিলন মেলায় রূপ নিতে পারেনি উদ্ভূত মহামারী কোভিড-১৯ এর জন্য, জমে ওঠেনি বাঙালির মিলন মেলা হাসি কল্লোলে, অনেক দিন পর আপন মানুষদের কাছে পেয়ে ভালোবাসার উষ্ণতায় মুখজুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি আলো। ভীষণভাবে মিস করছি আমরা বিগত সুদীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে চলা ফোবানা আয়োজিত বাঙালির মহামিলন মেলা। তবুও আশা নিয়ে মানুষের জীবন পথে সামনের দিকে এগিয়ে চলা সব কিছু সাথে নিয়ে, তাই ফোবানাও থেমে নেই। করোনার ক্রান্তিকালে ফোবানা যেমন দাঁড়িয়েছিল আক্রান্ত পরিবারগুলোর পাশে, বাড়িয়ে দিয়েছিল সাহায্যের হাত; ঠিক তেমনি আশা বুকে নিয়েই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ফোবানা এবার আয়োজন করেছে ভার্চুয়াল ফোবানা সম্মেলন। সবার সাথে মুখোমুখি দেখা না হলেও দেখা হচ্ছে পর্দায়, আর যোগ দিতে পারছেন সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালি ভাই-বোনেরা।

করোনার বিষাক্ত ছোবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ পরিবার, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে অগুনতি মানুষ, হারিয়ে গেছে অসংখ্য স্বপ্ন; পুড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর শান্তি। আমরা তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি রইলো আমাদের গভীর সমবেদনা। সৃষ্টিকর্তা তাঁদের আত্মার চির শান্তি দান করুন।

এগিয়ে যাওয়াই জীবনের ধর্ম, তাই আমাদেরও একটি সুস্থ সুন্দর সময়ের আশায়, একটি নিরাপদ পৃথিবীর প্রত্যাশায় এগিয়ে যেতে হবে আগামীর বলয়ে। আবার পৃথিবীতে সুস্থ সুন্দর আনন্দময় পরিবেশ ফিরে আসুক, বিশ্বের সকল মানুষের আতংকিত চিত্তের সকল ভয় দূর হয়ে যাক, ভালোবাসার ছোঁয়ায় আবার সবাই এগিয়ে যাক জীবনের জয়গান নিয়ে একটি সুন্দর সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায়!

ফোবানার ভার্চুয়াল সম্মেলন আয়োজনের পেছনে রয়েছে অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম। যারা সামনে অথবা পেছন থেকে এই আয়োজনে অবদান রেখেছেন, সহযোগিতা করেছেন- তাদের সবার প্রতি অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ফোবানার অগ্রযাত্রায় সার্বিক সাফল্য এবং সবার মঙ্গল কামনা করছি- সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। আনন্দ আর ভালোবাসার আলোয় পুণ্যস্নাত হোক সবার জীবন!

এন্থনী পিউস গোমেজ
সম্পাদক

MESSAGE

I am pleased that the federation of Bangladesh Association of North America (FOBANA) is holding its 34th Annual Convention on November 28-29, 2020 in Houston, Texas. I congratulate FOBANA as it celebrates over three decades of its contributions to community relations.

Aside promoting their home of origin's rich culture and enticing delicacies to contributing to community development activities, FOBANA have been building good relations and understanding among and within the communities they live in, as well as between their country of origin, Bangladesh, and their adopted home, the USA.

This year the killer COVID-19 is sweeping the world but its challenges though formidable could not still deter FOBANA from its commendable community work. FOBANA's aspirations are indeed noble and its spirit bold enough to overcome all odds on way of its path of humane and charitable work in the USA.

Ever since its establishment, FOBANA has faced many hurdles in its journey and through it all have remained resilient and solid in its purpose of ensuring the well being of the society. It's has continued to do so also with grace, generosity, and selflessness.

I am convinced that FOBANA's spirit would prevail among the Bangladeshi Americans and the resources raised in this and future annual conventions would make this organization as well as Bangladesh popular in the great American society.

The USA has always been a beacon of freedom and opportunities for immigrants arriving from all across the world. Coming from different societal and cultural backgrounds they have been contributing to enriching the magnificent tapestry of this great nation.

The Bangladesh Diaspora led by FOBANA have also been an enthusiastic partner in contributing to this unique and beautiful tapestry of peoples and cultures. Much of the Diaspora's interest and endeavor have been channelized through FOBANA.

I believe FOBANA and its members now feel very strongly about doing similar good work in their country of origin, Bangladesh. I feel, therefore, inspired to convey my best wishes and prayers for FOBANA's success in its 34th Annual convention in Houston.

Ambassador Mohammad Ziauddin
Embassy of the people's republic of Bangladesh
3510 international Drive, NW Washington. D.C. 20008

Office of the County Judge
Fort Bend County, Texas

Proclamation

WHEREAS, Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA) is a non-profit organization. It's objective is to help Bangladeshi Americans to assimilate and prosper in North America.

WHEREAS, Since its inception in 1987, each year FOBANA has held a convention that has become a pilgrimage of thousands of people. As a result of the Covid-19 Pandemic, this grand event is taking place virtually this year.

WHEREAS, Bangladeshi American Community in North America. FOBANA annual convention brings richly diverse agenda, including literary seminars, health and science seminars, business forums, job fair, scholarships for disadvantageous students, personal development programs, trade shows, roundtable discussions on socio-economic topics with focus on freedom and human rights along with grand traditional Bangladeshi cultural festivities

WHEREAS We are thankful to national organization like FOBANA for their mission and vision and ultimately making an impact in people lives in Fort Bend County.

NOW, THEREFORE, I, KP George, County Judge of Fort Bend County, Texas do hereby declare Saturday, Nov 28th, 2020 as

Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA) Day

in Fort Bend County, Texas.

In Witness Whereof, I have caused the Official Seal of the Office of the County Judge to be affixed this 28th day of November, 2020.

KP George

KP George, Fort Bend County Judge

Mayoral Proclamation

Whereas, the City of Missouri City celebrates the significant contributions of our Bangladeshi residents, businesses, leaders and partners; and

Whereas, we acknowledge that your rich diversity in educational, commercial and cultural endeavors is vital to successes in our communities across the globe; and

Whereas, in the midst of a crippling pandemic, Missouri City is thankful to the Federation of Bangladeshi Associations in North America for their ongoing COVID-19 donations in cities such as ours around the world. Your partnership during this critical time is essential across the Nation and is vital to thousands of businesses and families; and

Whereas, we hope your discussions during the 2020 FOBANA virtual conference will continue to help our cities and organizations to move forward as one.

Now, therefore, on behalf of the citizens and City Council of Missouri City, I, Mayor Yolanda Ford, do hereby extend the Federation of Bangladeshi Associations in North America a special virtual salute and well wishes for continued prosperity.

In Witness Whereof, I have hereunto set my hand and caused this seal to be affixed on Nov. 25, 2020.

Yolanda Ford

Yolanda Ford, Mayor

Certificate of Special Congressional Recognition

Presented to the

Federation of Bangladeshi Association in North America

IN HONOR OF YOUR SERVICE TO THE COMMUNITY

On Behalf of the Constituents of the Ninth Congressional District of Texas,
I Salute Your Dedication to Promoting Bangladeshi
Heritage Through Cultural and Educational Programs Across the
Greater Houston Area and North America

November 28, 2020

Al Green, Member of Congress

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

HOUSE OF REPRESENTATIVES
WASHINGTON, D. C. 20515

AL GREEN
9TH CONGRESSIONAL DISTRICT
HOUSTON, TEXAS

November 28, 2020

Dear Friends,

It is with great pleasure that I take this opportunity to congratulate the Federation of Bangladeshi Association in North America (FOBANA), as it hosts its annual convention to celebrate success and rejuvenate commitments to communities across the nation. On behalf of the constituents of the Ninth Congressional District of Texas, I applaud all organizers and participants on their dedication to making this virtual event a memorable one.

I applaud FOBANA on its unwavering service to diverse communities through programs, seminars, trade shows, and roundtable discussions. I also congratulate your dedication to creating a lasting impact by continuing to uplift the Bangladeshi heritage and culture across the greater Houston area.

I look forward to continuing to work with the Federation of Bangladeshi Association in North America on future endeavors and to serve you well as a Member of Congress. Best wishes to all for an exciting and enjoyable event.

Sincerely,

AL GREEN
Member of Congress

NOT PRINTED AT GOVERNMENT EXPENSE

MESSAGE

Greetings, peace and love to all of you.

Hosting first ever virtual FOBANA convention we FOBANA are making history and setting new example for all other organizations in entire North America to follow. 34th FOBANA convention hosted by FOBANA Executive Committee is indeed another milestone for our beloved FOBANA.

Many famous artists from Bangladesh, North America and over 25 organizations combined over 60 artists joined hands to uphold our Bangla culture globally. It was only possible because of hard work of our 34th convention working committee. We thank these unsung heroes from all over North America and Bangladesh for making the convention successful.

As we complete our tenure I am profoundly proud that our executive committee made tremendous improvement of FOBANA image in North America and Bangladesh and not to mention globally. During Covid 19 pandemic FOBANA took initiative to raise funds for North America and Bangladesh to help affected families. We partnered with nationally accredited organizations like Rotary Club, Lions Club, Boy Scouts and many others organizations to conduct our FOBANA relief efforts. News of our humanitarian efforts published in many media outlets which uplifted our FOBANA reputation.

FOBANA launched " Educate A Child Initiative" scholarship program which will impact many lives over the years with proper implementation of the such a great initiative.

Online FOBANA voting system is indeed anther milestone for our organization. We thank the FOBANA election commission for implementing such a voting system to digitize our election process. It's very indeed exciting to see over 50 candidates seeking to serve in 31 members execute committee campaigning all over North America.

November 21, 2020 our FOBANA 10 members unification delegate met with the other FOBANA faction's 10 member's reunification delegate hosted a meet and greet to get to know each other better. With mutual respect and open dialogue both factions are committed that FOBANA will continue to work to find a common ground to unite under one FOBANA umbrella. We pledged not to speak bad about each other, not to publish false news about each other, not to be obstacles for each others, not to file any litigation against each other under any circumstances.

FOBANA achieved many administrative issues over the past 12 months. We will be sharing list of organizational accomplishments during the Annual General Members meetings in details.

FOBANA is strong because of our working standing committees. These are the extended working pillars of our organization. We thank each committee for their year long work. As your Chairperson, I feel that our FOBANA is developing and heading in the right direction. I deeply appreciate executive committee, standing committees, all past chairpersons, advisers, FOBANA donors and members for their support.

In addition to thanking all of you, I personally would like to express my deep gratitude to Vice Chairperson Mr. Zakaria Chowdhury, Executive Secretary Dr. Ahsan Chodhury Hero, Joint Executive Secretary Dr. Rafiq Khan, and Treasurer Mr. Nahidul Khan Sahel for their year long hard work and sacrifice to carry on the duties of this administration for the FOBANA.

Let's uphold our Bangladesh-American heritage and Bangla culture in North America! May God bless you, bless our FOBANA, bless our motherland and bless The United States of America.

It's been a privilege and honor serving and leading FOBANA as your Chairperson!

Thank you all- LONG LIVE FOBANA.

Respectfully Yours!

Shah Haleem
Chairperson
FOBANA (2019-2020)

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

Shah Haleem
Chairperson
FOBANA (2019-2020)

FOBANA Chairperson Award Recipients-2020

Dr Ahsan Chowdhury Hero
For extraordinary support to FOBANA overall operations-2019-2020.

Dr Rafiq Khan
For extraordinary support to FOBANA overall operations-2019-2020.

Mr. Duke Khan
For outstanding contributions to FOBANA Scholarship-Adopt a Child initiative.

Mr. Mahabub Reza Rahim
For outstanding contributions to modernize and digitize FOBANA Election Process.

Mr. Anthony Pius Gomes
For outstanding contributions to FOBANA Newsletter, Media & Publications.

Mr. Arif Ahmed (Ashraf) and Mrs.Tamanna Ahmed
For Generous Contributions to FOBANA Covid 19 Initiatives in Bangladesh.

Mr. Abir Alamgir
For outstanding contributions to FOBANA virtual convention cultural performances coordination.

Mr. Pryalal Karmakar
New Comer outstanding contributions to FOBANA Virtual convention.

Mr. Shafiqul Islam
New Comer outstanding contributions to FOBANA virtual convention

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

MESSAGE

Welcome to the 34th FOBANA Convention and the first ever virtual one hosted by FOBANA Executive Committee. This year we gather under difficult circumstances, with a raging pandemic, resulting in a looming economic downturn. We have been socially disconnected for a while as we work from home, our children attending school online, canceled birthdays, anniversaries, Eid, Puja, and Christmas. So we, the Executive Committee felt it was more important this year to hold the Convention, reconnect with each other, renew our longstanding fraternity, and rejuvenate individually. Our sincerest gratitude to our original host Dallas who had to cancel this year. Hope to see you in Washington D.C. next year.

Even though this has been a tough year, FOBANA has accomplished a lot. First and foremost, FOBANA was able to fundraise large sum of money for COVID-19 victims and FOBANA family lent a hand to people suffering both here in multiple cities of USA and different parts of Bangladesh. FOBANA, along with its volunteers and partners, distributed food and medicine, assisted with tuition payments for people who suffered income loss as a side effect of the pandemic.

For the first time, we also launched scholarship program for underprivileged and brilliant students at Bangladesh, called "Educate a Child".

I am very excited to announce the historic launch of FOBANA TV. 34th Convention will be broadcasted through our own TV station - FOBANA TV (fobana.tv). Throughout the year, we will be able to broadcast our members organizations' signature events through FOBANA TV, and much more...

Along with humanitarian initiative, we also significantly streamlined our operational procedures. FOBANA has grown over the years beyond the scope envisioned at its inception. We felt it was necessary to perform a wholesale evaluation of operational procedure to strengthen, clarify and formalize processes for better transparency and accountability - thus make FOBANA a fine organization!

Sincere gratitude to everybody who worked tirelessly both behind and in front of the curtain to make the 34th Convention 2020 a grand success during this extraordinary time. We welcome you to watch this grand Convention for the next two days along with millions of audiences throughout the glove.

Cheerfully
Dr. Ahsan Chowdhury (Hero)
Executive Secretary
FOBANA (2019-2020)

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Host Committee-2020
FOBANA Executive Committee- 2019-2020

FOBANA FOR HUMANITY

ফোবানার ছায়ায়, মানুষের মায়ায়

Chief Coordinators

Shah Haleem
Chairperson, FOBANA

Dr. Ahsan Chowdhury, Hero
Executive Secretary, FOBANA

Members

Zakaria Chowdhury	Sadek Khan (VA)	Rehan Reza	Asif Z. Iqbal
Dr. Rafiq Khan	ATM Alam (VA)	Nahida Ali	Forhad Hossain
Nahidul Khan Sahel	Maqbul M. Ali (IL)	Golam Faroque Bhuiyan	Chitra sultana
Mir H. Chowdhury	Hashmat Mobin	M Rahman Jahir	Shaidul Mallick
Nargis Ahmed (NY)	Inara Islam	Syed Hossain Babu	Nabila Nur Kuhu
Abir Alamgir	Arif Ahmed	Kabir Kiron	Radwan Chowdhury
New York, NY	Mohin Uddin, Dulal	Annie Ferdous	Rupa Ghosh
Rabiul Karim Belal	Pryalal Karmakar	Khaled Ahmed Rouf	Tamanna Ahmed
Jashim Uddin	Dr. Zainul Abedin	Anthony P. Gomes	Romel
Zahid Hossain (CA)	Masud Rob Chowdhury	Ariful Islam	Sadia Kanta

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Convention Planning and Working Committee (2019-2020)

Shah Haleem

Zakaria Chowdhury

Dr. Ahsan Chowdhury

Dr. Rafiq Khan

Masud Chowdhury

Kabir Kiran

Abir Alamgir

Khaled Rouf

Shaidul Mallick Badhon

Annie Ferdous

Anthony P. Gomes

Nahida Ali Daisy

FOBANA Convention Planning and Working Committee (2019-2020)

Tamanna Ahmed

Pryalal Karmakar

Shafiqul Islam

Radwan Chowdhury

Ariful Islam

Asif Z. Iqbal

Forhad Hossain

Sauda Kanta

Romel

Chitra Sultana

Nabila Kuhu

Rupa Ghosh

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Convention Cultural Committee-2020

Abir Alamgir

Shafiqul Islam

Rupa Ghosh

Romel Khan

Razib Russel

Anni Ferdous

Chitra Sultana

Kanta Alamgir

FOBANA Convention Technical Committee-2020

Pryalal Karmakar
Chairman

Shah Haleem
Member

Dr. Ahsan Chowdhury Hiro
Member

Dr. Rafique Khan
Member

Masud Chowdhury
Member

Abir Alamgir
Member

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Convention Technical Committee-2020

Asif Ikbal
Member

Frhad Hossain
Member

Damian Dias
Member

Md Ariful Islam
Member

Mhuammad Moshiur Rahman Faruk
Member

Emrul Kaysar Nipon
Member

Avishak Syam
Member

FOBANA Virtual Convention-2020
Publication Committee

Anthony Pius Gomes
Editor

Dr Rafiq Khan
Member

Pryalal Karmakar
Member

Nahida Ali Daisy
Member

Kabir Kiran
Member

Enamul Haque Enam
Graphics and Publishing

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Convention Logistic Committee-2020

Shah Haleem

Zakaria Chowdhury

Dr. Rafiq Khan

Dr. Ahsan Chowdhury

Masud Chowdhury

Nahidul Khan Sahel

Radwan Chowdhury

Anthony P. Gomes

Asif Z. Iqbal

Forhad Hossain

Pryalal Karmakar

Shamsuddin Mahmud

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Executive Committee (2019-2020)

Shah Haleem
Chairperson
Houston, Texas

Zakaria Chowdhury
Vice Chairperson
New York, NY

Dr. Ahsan Chowdhury
Executive Secretary
Austin, TX

Dr. Rafiq Khan
Joint Executive Secretary
Houston, TX

Nahidul Khan Sahel
Treasurer
Atlanta, GA

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Executive Committee (2019-2020)

Mir H. Chowdhury
Outstanding Member
New Jersey

Nargis Ahmed
Outstanding Member
New York

Abir Alamgir
Outstanding Member
New York

Rabiul Karim Belal
Outstanding Member
Wichita, KS

Jashim Uddin
Outstanding Member
Atlanta, GA

Zahid Hossain
Outstanding Member
California

Sadek Khan
Outstanding Member
Virginia

ATM Alam
Outstanding Member
Virginia

Maqbul M. Ali
Outstanding Member
Illinois

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Executive Member Organizations (2019-2020)

Hashmat Mobin
Bangladesh Association of
North Texas (BANT)

Inara Islam
America Bangladesh
Friendship Society
(Washington DC)

Arif Ahmed
Bangladeshi American
Association of Georgia
Atlanta, GA

Mohin Uddin, Dulal
Bengali Boys Cultural and
Sports Association
(Atlanta, Georgia)

Pryalal Karmakar
Prio Bangla
(Woodbridge,Virginia)

Dr. Zainul Abedin
Bangladesh Association
of California
(California)

FOBANA Executive Member Organizations (2019-2020)

Masud Rob Chowdhury
Bangladesh Community of
Los Angeles (CA)

Rehan Reza
Bangladesh Association
for Greater Kansas City (KS)

Nahida Ali
Bangladeshi American
Women's Association of Texas
Dallas, TX

Golam Faroque Bhuiyan
Bangladesh Association of
New Jersey (BANJ)
Sayerville, NJ

M Rahman Jahir
Bangladesh Association
of Florida (BAF), FL

Dr. Muhammad Ali Manik
Bangladesh Foundation
of Georgia (BFG)

FOBANA Executive Member Organizations (2019-2020)

Syed Hossain Babu
Bangladesh Association of Los Angeles

Shafiqul Islam
Bangladesh Association of America Inc. (BAAI) VA

Kabir Kiron
Shatadal Inc., NJ

Annie Ferdous
Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA) -NY

Khaled Ahmed Rouf
Bangladesh Community of Greater Chicago. IL

FOBANA Advisers (2019-2020)

Dr. Nuran Nabi

Nurul Amin Chowdhury

Atiquer Rahman

Mahabub Reza Rahim

Bedarul Islam Babla

Mohammed Alamgir

Mahmud Musharraf Hussain

Duke Khan

Nahid Chowdury Mamun

Bangladesh Liaison Committee (2019-2020)

Mr. M Rahman Jahir
Chairperson

ABM Gulam Mustafa
Member

Abdul Wahid Mahfuz
Member

Arif Ahamed Ashraf
Member

Jinut Chowdhury
Member

Alumni Committee (2019-2020)

Maqbul M. Ali (IL)
Chairperson

Dr. Zainul Abedin
Co-Chair

Mr. Duke Khan
Co-Chair

Mr. Pryalal Karmakar
Co-Chair

Health and Wellness Committee

Dr. Muhammad Ali Manik
Chairperson

Dr. Golam Mostofa
Co-Chairperson

Legal Committee (2019-2020)

Mir Chowdhury
Chairperson

Atiquer Rahman
Member

Mahabub Reza Rahim
Member

Bedarul Islam Babla
Member

Jashim Uddin
Member

Rehan Reza
Member

Nahid Chowdhury Mamun
Member

Golam Faroque Bhuiyan
Member

FOBANA Business & Investment Committee (2019-2020)

Atiquer Rahman
Chairperson

Mr. Golam Faruk Bhuyan
Member

Mr. Rehan Reza
Member

Mr. Bedarul Islam Babla
Member

Mr. Nahidul Islam Sahel
Member

Nahid Chowdhury Mamun
Member

Mr. Arif Ahmed Ashraf
Member

Mr.Enamul Haque Enam
Member

Unification Committee (2019-2020)

Shah Haleem
Chairperson

Bedarul Islam Babla
Co-Chair

Rehan Reza
Co-Chair

Atiquer Rahman
Member

Duke Khan
Member

Mohamed Alamgir
Member

Mahabub Reza Rahim
Member

Jasim Uddin
Member

Constitution and Procedure Review Committee (2019-2020)

Mr. Zahid Hossain
Chairperson

Rabiul Karim Belal
Member

Dr. Muhammad Ali Manik
Member

Masud Rob Chowdhury
Member

Pryalal Karmakar
Member

Media & Public Awareness Committee (2019-2020)

Dr. Ahsan Chowdhury Hero
Chairperson

Anthony Pius Gomes
Co-Chairperson

Abir Alamgir
Member

Mohammed Kabir, Kiron
Member

Ariful Islam
Member

Hasanuzzaman Saki
Member

Md Kamruzzaman, Helal
Member

Nahida Ali
Member

Women Empowerment Committee (2019-2020)

Nahida Naser
Houston, TX
Chairperson

Nahida Ali Daisy
Dallas, TX

Sonia Chowdhury
Dallas, TX

Sauda Kanta
New York

Tandra Chakraborty
Houston, TX

Newsletter Committee (2019-2020)

Anthony Pius Gomes
Chairperson

Rumi Kabir
Co-Chair

Kabir Kiran
Co-Chair

Shahidul Mallik Badhon
Co-Chair

Nahida Ali
Co-Chair

Rabiul Islam
Co-Chair

Newsletter Committee (2019-2020)

Enamul Haque Enam
Co-Chair

Ariful Islam
Co-Chair

M Wali Rahman
Co-Chair

Budget & Finance Committee-2020

Nahidul Khan Sahel
Chairperson

Seminar Committee: 2019-2020

Shahidul Mallick Badhon
Chairperson

Following Year Convention Liaison Committee FOBANA 2021

Mr. Mohamed Alamgir
Chairperson

Mainstream Liaison Committee (2019-2020)

Ms. Nahida Ali
Chairperson
Fort Worth, Texas

Mr. Jasim Uddin
(Atlanta)

Mr. Kazi Chowdhury
(Fort Worth, TX)

Ms. Tahmina Watson
(Seattle, Washington)

Mr. Radwan Chowdhury
(Washington DC)

Mr. Ryan Reza
(Kansas)

Ms. Tabassum Ahmad
(Allen, TX)

Membership Review Committee (2019-2020)

Shah Haleem
Chairperson

Mr. Nahid Chowdhury
Co-Chair

Mr. Masud Chowdhury
Co-Chair

Mr. Jashim Uddin
Member

Mr. Mir Chowdhury
Member

Mr. Duke Khan
Member

Membership Review Committee (2019-2020)

Mr. Bedarul Islam
Member

Mr. Mahabub Reza Rahim
Member

Mr. Hashmat Mobin
Member

Mr. Rabiul Karim Belal
Member

Mr. Rehan Reza
Member

Mr. Maqbul Ali
Member

Mr. Nahidul Khan
Member

Dr. Rafiq Khan
Member

Social Network Committee (2019-2020)

Pryalal Karmakar
Chairperson

Maqbul Ali
Co-Chair

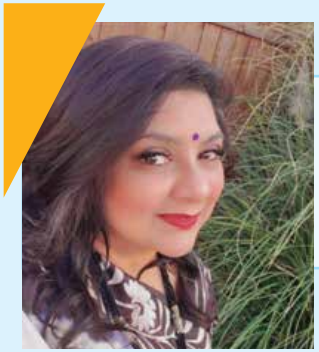

Sharmin Hossain
Co-Chairperson

Damian Dias
Member

Rabiul Karim Belal
Member

Syed M Hossain Babu
Member

Social Network Committee (2019-2020)

Mansoor Chowdhury
Member

Avishak Syam
Member

Maliha Sumona
Member

SM Lotifur Reza Tushar
Member

Humayan Kabir Hira
Member

Selima Tasneem
Member

FOBANA 2019-2020 Youth Forum Committee

Moin Uddin Dulal
Chairperson

Goodwill & Promotion Committee-2020

Mr. Kabir Kiran, NJ
Chairperson

Hasanuzzan Saki
Member

JEWEL SADAT
Member

Maliha Sumona
Member

Selima Tasneem Chhonda
Member

Shagor Shamsudduha
Member

SM Lotifur Reza
Member

Syed Nowhid Islam Shantonu
Member

Awards and Guest Selection Committee (2019-2020)

Jasim Uddin
Chairperson

Shah Haleem
Member

Zakaria Chowdhury
Member

Dr. Ahsan Chowdhury Hero
Member

Duke Khan
Member

Md. Mahabub Reza Rahim
Member

Nahid Chowdhury Mamun
Member

Convention Liaison Committee (2019-2020)

Khaled Rouf
Chairperson

Nahida Ali Daisy
Member

Nahidul khan Sahel
Member

Nahida Nasser Yasmin
Member

Khaled Hussein
Member

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

Scholarship Committee (2019-2020)

Mr. Duke Khan
Chairperson

Rehan Reza (KS)
Member

Mohamed Alamgir (DC)
Member

Golam Faroque Bhuiyan (NJ)
Member

Nahidul khan Sahel
Member

Tamanna Ahmed (FL)
Member

Nahida Ali (TX)
Member

Parveen Patwary (VA)
Member

Executive Logistics Committee (2019-2020)

Dr. Ahsan Chowdhury Hero
Chairperson

Dr. Rafiq Khan
Co-Chair

Masud Chowdhury
Member

Nahidul Khan
Member

Shamsuddin Mahmud
Member

Radwan Chowdhury
Member

Convention Review Committee (2019-2020)

Mr. Rabiul Karim Belal
Chairperson

Md. Mahabub Reza Rahim
Member

Mr. Duke Khan
Member

Zahid Hossen Pinto
Member

Nahidul khan Sahel
Member

Mr. Pryalal Karmakar
Member

Anthony Pius Gomes
Member

Shahidul Mallik Badhon
Member

Radwan Chowdhury
Member

Cultural Committee (2019-2020)

Abir Alamgir
Chairperson

Anni Ferdous
Co-Chair (NewYork)

Dr. Faruque Azam
Co-Chair (New Jersey)

Akhter Hossain
Co-Chair (Virginia)

Romel Khan
Co-Chair (Atlanta)

Maruna Hassan
Co-Chair (Dallas)

Masrurul Huda
Co-Chair (Los Angeles)

M.A Shoeb
Co-Chair (Arizona)

Chitra Sultana
Co-Chair (Florida)

34th
FOBANA
CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Seminars-2020

MODERATORS:

Shahidul Mallick Badhon

Nahida Ali Daisy

Mizanul Chowdhury
Research scientist at
MIT Space Lab (NASA)

Topics:
Paving the road for Bangladesh to become a leader in space

Dr Atiquzzaman
Gastroenterologist,
Orlando, Florida

Topics:
Covid-19: ongoing health crisis and challenges

Ms Tahmina Watson
Immigration Attorney

Topics:
US Immigration: Trump Era and beyond

Dr Salehuddin Ahmed

Topics:
প্রবাসী শিশুদের
বাংলা শিক্ষা

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA Seminars-2020

MODERATORS:

Shahidul Mallick Badhon

Nahida Ali Daisy

Dr. Nasir Uddin
Biochemistry Faculty
Texas A&M University

Category:
Health science

Topic:
Covid 19: Biomedical challenge and Vaccine

Anthony Pius Gomes

Category:
Environmental Protection

Topic:
Climate Change Awareness and Building Capacity

Pryalal Karmakar

Category:
Environmental Protection

Topic:
Climate Change Awareness and Building Capacity

Tareque Mehdi

Category:

Environmental Protection

Topic:
Climate Change Awareness and Building Capacity

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA ELECTION-2020

MD Mahabub Reza Rahim
Chief Election Commissioner

Rabiul Karim Belal
Election Commissioner

Dr. Zeenat Nabi
Election Commissioner

Avishek Chakraborty
Election Commisioner

FOBANA Conventions 1987 – 2020

1. WASHINGTON D.C. (1987)

Host: Bangladesh Association of America, Washington D.C.

Date: October 31, November 1, 1987

Venue: World Bank H Building Auditorium

Convener: Iqbal Bahar Chowdhury/Rashida Alam

Executive Secretary: Wahed Hossaini

2. NEW YORK (1988)

Host: Bangladesh Society of New York & Bangladesh Society of New Jersey

Date August 27 & 28, 1988

Venue : Thomas Edision Vocational High School Auditorium

Convener : Dr. M. Yusuf

Member Secretary : Syed Tipu Sultan

3. BOSTON (1989)

Host : Bangladesh Association of New England

Date September 1-2, 1989 Venue : Kresge Auditorium, MIT

Convener : Prof. A.K. Abdul Momen

General Secretary: Prof. Nasir Ahmed

4. DALLAS (1990)

Host : Bangladesh Association of North Texas & Bangladesh Association of Houston

Date : September 1-2. 1990

Venue : Dallas Convention Center

Convener : Abul Kalam

Member Secretary Abdullah Hasan

5. NEW YORK (1991)

Host : Bangladesh Society of New York

Date : November 30, December 31. 1991

Venue : P.S. 131 Jamaica, New York

Convener : Awlad Hossain

Member Secretary : Dr. Moinul Islam Miah

6. CHICAGO (1992)

Host : Bangladesh Association of Chicagoland

Date : September 5-6, 1992 Venue Northeastern Illinois University

Convener: Dr. Mohammad Sirajullah

Executive Secretary : Zafar S. Ashraf

7. TORONTO (1993)

Host : Bangladesh Association of Toronto

Date : September 4 -5 , 1993

Venue: Skyline Airport Tower & Hotel

Convener : Shamsul Huda

8. NEW JERSEY (1994)

Host : Bangladesh Society of New Jersey

Date September 2-4, 1994 Venue : Brunswick Hilton & Tower

Convenor : Dr. Siddiqur Rahman

Executive Secretary: Mir H. Chowdhury

8. BOSTON (1994)

Host: Bangladesh Association of New England

Date: September 2-4, 1994 Venue: Uster Memorial Auditorium

Convener: Dr. Shahjahan Mahmood

Member Secretary: Sayed Liton

9. MONTREAL (1995)

Host : International Society of Bangladesh & Bangladesh Association of Quebec

Date : September 1-3, 1995

Venue : Sheraton Laval Convention Center

Convener: Dr. Abu Lais Sher

Secretary: Masum Rahman / Niranjan Sarker

9. MONTREAL (1995)

Host: International Society of Bangladesh & Bangladesh Association of Quebec

Date: September 1-3, 1995

Venue: Sheraton Downtown Montreal

Convener: Dr. Abu Syed Miah

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

Member Secretary: Azaz Aktar Tofiq

10. FLORIDA (1996)
Host: Bangladesh Association of Florida
Date: August 30 September 1, 1996
Venue: Hyatt Regency Hotel, Miami
Convener: Dr. Abdus Sattar Khan
Member Secretary: Rashid A Sheikh

10. NEW JERSEY (1996)
Host: Bangladesh Society of New Jersey
Date: August 30-31, September 1, 1996
Venue: Meadowland Exposition Center
Convener: Dr. Jaglul Kabir
Member Secretary: Lazima Mahmood

11. LOS ANGELES (1997)
Host: Bangladesh Association of California
Date: August 29-31, 1997
Venue: Burbank Airport Hilton
Convener: Dr. Zainul Abedin
Executive Secretary: Duke Khan

12. NEW YORK (1998)
Host: Bangladesh Society of New York
Date: September 1-3, 1998
Venue: Madison Square Garden
Convener: M. Akhtar Hossain
Member Secretary: M. Hossain Khan

13. ATLANTA (1999)
Host: Bangladesh Association of Georgia
Date: September 3-5, 1999
Venue: North Atlanta Trade Center
Convener: Mintu Rahman
Member Secretary: Abu Liakat Hossain

13. ATLANTA (1999)
Host: Bangladesh Association of Georgia
Date: September 3-5, 1999
Venue: Hotel Marriott
Convener: Mohammad Zaman Jontu
Member Secretary: Monirul Islam

14. NEW YORK (2000)
Host: Bangladesh League of America, NY. Inc.,
Date: September 1-3, 2000
Venue: Madison Square Garden
Convener: Rani Kabir
Acting Convener: Emad Chowdhury
Member Secretary: Bedarul Islam Babla,
Chief Coordinator: Saidur Rab

14. TORONTO, CANADA (2000)
Host: Bangladesh Association of Toronto
Date: September 1-2, 2000
Convener: Mahbubur Rahman
Member Secretary: Abu Zubair Dara

15. MONTREAL (2001)
Host: Bangladesh Association of Montreal
Date: August 31 September 1-2, 2001
Venue: Renaissance Hotel
Convener: Mokbul Hossain Mukul
Member Secretary: Iqbal Kabir

15. MONTREAL, CANADA (2001)
Host: Bangladesh Association of Montreal
Date: September 1-2, 2001
Venue: Olympic Stadium
Convener: Azaz Aktar Tofiq
Member Secretary: Gazi Kamrul Hassan

16. DALLAS (2002)
Host: Bangladesh Association of North Texas
Date September 1-3, 2002,
Venue: Dallas Expo Center
Convener: Nurul Amin Chowdhury
Member Secretary: Hashmat Mobin
In this convention decision was made to form the Executive Committee

16. NEW YORK (2002)
Host: Bangladesh Society, INC.
Date: August 31, September 1, 2002
Venue: Manhattan Center
Convener: Mohammad Moynul Hoque, M.D.
Member Secretary: AKM Fazley Rabi

17. DETROIT (2003)

Host: Bangladesh Association of Michigan

Date: August 29-31, 2003

Venue: Detroit Opera House

Convener: Akikul Hoque Shamim Joint

Member Secretary: Kamrul Huda Russel & Shafqat Chaudhury

Chairperson: Dr. Nuran Nabi

Member Secretary: Hashmat Mobin

17. WASHINGTON, D.C. (2003)

Host: Bangladesh Association of America, INC.

Date: August 31, September 1, 2003

Venue: Washington Hilton Convener: Dr. Shajahan Mahmood

Member Secretary: ATM Nurul Alam

18. WASHINGTON D.C. (2004)

Host: Bangladesh Association of America, Inc. (BAAI)

Date: September 3-5, 2004

Venue: Dulles Expo Center, Chantilly, Virginia

Convener: M. Abu Solaiman

Member Secretary: Golam M. Farooque

Chairperson: Dr. Nuran Nabi

Executive Secretary: Abu Liaquet Hossain

18. LOS ANGELES (2004)

Host: Bangladesh Society of Los Angeles

Date: September 3-5, 2004

Venue: Kodak Center, Los Angeles

Convener: Dr. Zainul Abedin

Member Secretary: Shakawat Ali Rimon

19. FLORIDA (2005)

Host: Bangladesh Foundation of Florida

Date: Labor Day Weekend, September 2-4, 2005

Venue: Radission Plaza Hotel & Convention Center, Miami

Convener: Shameem G. Khan

Member Secretary: Atiquer Rahman

Chief Coordinator: Abdul Wahid Mahfuz

Chairperson: Nurul Amin Chowdhury

Executive Secretary: Mahbub Reza Rahim

19. TORONTO, CANADA (2005)

Host: Bangladesh Society of Canada

Date: September 2-4, 2005

Venue: Sheraton Convention Center

Convener: Abu Zubair Dara

Member Secretary: Toppon Mahmood

20. ATLANA (2006)

Host: Bangladesh Association of Georgia

Date: Labor Day Weekend, September 1-3, 2006

Venue: Cobb Galleria Centre, Atlanta, GA

Convener: Jashim Uddin

Member Secretary: Mohammed Arefin Babul

Chairperson: Atiquer Rahman

Executive Secretary: Mahabub Reza Rahim

20. MONTREAL, CANADA (2006)

Host: Bangladesh Association of Montreal

Date: August 31, September 1-2, 2006

Venue: Montreal Olympic Stadium

Convener: Shamimul Hassan

Member Secretary: Kazi Shahid

21. KANSAS (2007)

Host: Midcontinental Bangladesh Association &

Bangladesh Association of Greater Kansas City

Date: Labor Day Weekend, August 31 - September 2, 2007

Venue: Century II Convention Center, Wichita, KS

Convener: Rabiul Karim Belal

Member Secretary: Rehan Reza

Chairperson: Mahabub Reza Rahim

Executive Secretary: Jashim Uddin

21. WASHINGTON, D.C. (2007)

Host: Bangladesh Association of America, INC.

Date: September 1-2, 2007
Venue: Fairview Marriott Hotel
Convener: Karim Salaudin
Member Secretary: ATM Alam

22. DALLAS (2008)

Host: Bangladesh Association of North Texas (BANT)

Date: July 4th Weekend, July 3rd, 4th and 5th, 2008
Venue: Dallas Convention Center Theatre Complex, Downtown Dal-las, Texas
Convener: Hashmat Mobin
Member Secretary: Sarwar Kamal
Chairperson: Mir Chowdhury
Executive Secretary: Bedarul Islam Babla

22. NEW YORK (2008)

Host: America Bangladesh Chamber of Commerce

Date: July 3-5, 2008
Venue: Manhattan Hilton Hotel
Convener: Giash Ahmed
Member Secretary: Hassanuzaman Kamal

23. HOUSTON (2009)

Host: Bangladesh Association, Houston

Date: July 4th Weekend, July 2nd, 3rd, and 4th, 2009
Venue: George R. Brown Convention Center, Houston, Texas
Convener: Afzal Ahmed
Member Secretary: Azadul Haq
Chairperson: Hashmat Mobin
Executive Secretary: Rehan Reza

23. WASHINGTON, D.C. (2009)

Host: American Bangladeshi Business Association

Date: July 2-4, 2009
Venue: Hilton Mark Center
Convener: Sadik Khan
Member Secretary: ZI Rasal

24. LOS ANGELES (2010)

Host: Bangladesh Academy of Performing Arts

Date: July 4th Weekend, July 2nd, 3rd, and 4th, 2010
Venue: Pasadena Convention Center, Los Angeles, California
Convener: Zahid Hossain
Member Secretary: Tawfiq Khan
Chairperson: Rabiul Karim Belal
Executive Secretary: Nahid Chowdhury Mamun

24. MONTREAL, CANADA (2010)

Host: Bangladesh Association of Montreal

Date: September 1-2, 2010
Venue: Olympic Stadium
Convener: Azaz Aktar Tofiq
Member Secretary: Gazi Kamrul Hassan

25. NEW JERSEY (2011)

Host: Bangladesh Association of New Jersey

Date: July 1-3, 2011
Venue: Meadowlands Exposition Center, Secaucus, New Jersey
Convener: Mir Chowdhury
Member Secretary: Nahid A Chowdhury
Chairperson: Jashim Uddin
Executive Secretary: Rehan Reza

25. Washington D.C.

Host: Bangladesh Association of Greater Washington D.C.

Date: July 1-3, 2011
Venue: Crystal City Hilton
Convener: Mohammad Alamgir
Member Secretary: Nurul Amin Nuru

26. FLORIDA (2012)

Host: Bangladesh Foundation of Florida

Date: August 31, September 1-2, 2012
Venue: Broward County Convention Center, Fort Lauderdale, Florida
Convener: Atiquer Rahman
Member Secretary: Mujib Uddin
Chairperson: Bedarul Islam Babla
Executive Secretary: Duke Khan

26. FLORIDA (2012)

Host: Chyonika Shilpi Ghosti

Date: August 31, September 1-2, 2012

Venue: West Gate Resort
Convener: Khudrut E Khoda
Member Secretary: Babul Hai

27. ATLANTA (2013)
Host: Bangladesh American Association of Georgia
Date: August 30, September 1, 2013
Venue: Cobb Galleria Centre, Atlanta, Georgia
Convener: Duke Khan
Member Secretary: M Mowla Dilu
Chairperson: Rehan Reza
Executive Secretary: Azadul Haq

28. LOS ANGELES (2014)
Host: Bangladesh Association of California
Date: August 29-31,2014
Venue: Marriott Burbank Airport Convention Center
Convener: Dr. Zainul Abedin Member
Secretary: Belal Mustafa Syed
Chairperson: Mahmud Musharraf Hussain
Executive Secretary: Azadul Haq

29. NEW YORK (2015)
Host: Bangladesh League of America
Date: September 4,5,6,2015
Venue: York College Campus, City College of New York
Convener: Bedarul Islam Babla
Member Secretary: Zakaria Chowdhury
Chairperson: Duke Khan
Executive Secretary: Azadul Haq

30. WASHINGTON, DC (2016)
Host: Bangladesh Association of Greater Washington DC
Date: September 2,3,4 Venue: Sheraton Pentagon City, Washington DC
Convener: ATM Alam
Member Secretary: Nurul Amin Nuru
Chairperson: Nahid Chowdhury Mamun
Executive Secretary: Azadul Haq

31. FLORIDA (2017)
Host: Bangladesh Association of Florida
Date: October 6,7,8, 2017 Venue: Hyatt Regency Miami, Florida
Convener: M. Rahman Zahir
Member Secretary: Ali Ahmed Ashraf
Chairperson: Azadul Haq
Executive Secretary: M. Mowla Dilu

32. GEORGIA (2018)
Host: Bangladesh American Association of Georgia
Date: July 26-29, 2018 Venue: CNN Convention Center, Atlanta, Georgia.
Convener: Jashim Uddin
Member Secretary: Nahidul Khan (Sahel)
Chairperson: Mr. Atiquer Rahman
(Florida)
Executive Secretary: Mr. Shah Haleem (Texas)

33. New York
Host: Drama Circle, New York
Date: August 30,31 and September 1,2019.
Venu:Nassau Coliseum, New York
Convener: Nargis Ahmed
Member Secretary: Abir Alamgir

34: Virtual
Host:
FOBANA Executive Committee
Date:
November 28-29,2020
Venue:
Virtual via Zoom/fobana.tv
Chairperson:
Shah Haleem
Executive Secretary:
Dr. Ahsan Chowdhury

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন : ১৯৮৭

ইকবাল বাহার চৌধুরী

১৯৭৩ সাল- আমার জীবনে বাঁক পরিবর্তনের একটা সময়। ভয়েস অব আমেরিকার চাকরি নিয়ে সপরিবারে স্বদেশের মাটি ছেড়ে ওয়াশিংটনে এলাম- ঐ বছর মে মাসে। এখানে তখন বাংলাদেশীদের সংখ্যা খুবই কম। বাংলাদেশ দূতাবাস, বিশ্বব্যাংক আর VOA-তে কর্মরত কয়েকজন ছাড়া আরও ছিলেন সামান্য ক'জন বাংলাদেশী। হোসেন আলী সাহেব ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। সেই সময় ওয়াশিংটনে মোটামুটি সবাই সবাইকে চিনতাম আমরা। আমাদের মধ্যে আসা-যাওয়া, মেলামেশা ছিল যথেষ্ট। তখন Bangladesh Association of America, Washington D.C এই নামে আমাদের একটা সংগঠন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে আমরা ওয়াশিংটনে কিছু কিছু অনুষ্ঠান করতে শুরু করি। আমাদের শিল্পী ছিল না। হারমোনিয়াম, তবলা বাজানোর মতো লোক পাওয়া যেত না। তা সত্ত্বেও আমরা জোড়াতালি দিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। স্বাধীনতা দিবস, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান করেছি সেই ১৯৭০ এর দশক থেকে নিয়মিত। বাংলাদেশ দূতাবাসের First Secretary মোরশেদ চৌধুরীর লেখা একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছি। এইসব নাটক পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। অন্যান্যের মধ্যে নাটকে অংশ নিয়েছেন খন্দকার রফিকুল হক, ইকবাল সোবহান, আজমত আলী, এম.এ হামিদ, তারেক এবং আরও অনেকে। আমার সতীর্থ ওসমান ফারুকও একবার নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের এইসব অনুষ্ঠান হতো স্থানীয় পর্যায়ে বৃহত্তর ওয়াশিংটন এলাকায়। কিন্তু গোটা যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডা অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশীদের কোনো অনুষ্ঠান বা সম্মেলন তখনও হয়নি। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য এমন একটা সম্মেলন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি।

এ নিয়ে কথা প্রসঙ্গে দু'চারজনের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়। ১৯৮৬ সালে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গেছি। ঘবি ণড়ৎশ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর সাথে তখন উত্তর আমেরিকা জুড়ে বাংলাদেশ সম্মেলন করার বিষয় আলোচনা

করি। তাকে বললাম- পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের উদ্যোগে প্রতি বছর বঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে ১৯৮১ সাল থেকে। আমাদেরও উচিত বাংলাদেশ সম্মেলন করা। মোহাম্মদ উল্লাহ আমার এই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। আমি বললাম- আমেরিকা, কানাডায় বড় শহরগুলোতে বাংলাদেশী যেসব সংগঠন আছে তাদের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, কর্মকর্তাদের নাম কিছুই জানা নেই আমাদের। প্রবাসী পত্রিকার মাধ্যমে এটা করতে হবে। সেই সময় Cell Phone, Email ইত্যাদি কিছুই ছিল না। New York থেকে Washington ফিরে বাংলাদেশের সকলের সাথে যোগাযোগ করলাম। Association-এর বৈঠক হলো- কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট আবু সোলেমানের Bethesda'র বাড়ীতে। কমিটির সেই সভায় প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন করা যাবে তা কারো জানা ছিল না। তবু সকলে আগ্রহ দেখালেন আমার প্রস্তাবে- পূর্ণ সমর্থন জানালেন। আরও কিছুদিন পরে কার্যনির্বানী কমিটির বৈঠকে ১ম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন আয়োজনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি হলো। এই কমিটিকেই দায়িত্ব দেয়া হয় সম্মেলন আয়োজনের সব কিছু করার।

সাংগঠনিক কমিটি

প্রেসিডেন্ট : ইকবাল বাহার চৌধুরী

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ওয়াহেদ হোসেইনি

জয়েন্ট সেক্রেটারী : সৈয়দ মোজাম্মেল হক

সদস্যবৃন্দ : সুলতান আহমদ, ইশতিয়াক আহমদ, জাফর আহমদ, জাহানারা আলী, মোনায়েম চৌধুরী, ওবায়দুল হক, রাশেদুল হোসেন, আমিনুল ইসলাম, ফরিদ খান, মোহাম্মদ হুমায়ুন মুর্শেদ, এনায়েতুর রহিম, এমএ সুলেমান, সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ।

প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন কমিটি গঠনের পর 'প্রবাসী' পত্রিকায় খবর ছাপা হলো। সেই খবর প্রকাশিত হবার পরে ডক্টর নূরুন্নবী নিউজার্সি থেকে, ডালাস থেকে

রাশেদুল হোসেন, অটোয়া থেকে ফরিদ খান এবং আরও অনেকে সম্মেলন সফল করার জন্য পূর্ণ সমর্থন জানালেন। এর পর সম্মেলন আয়োজনের কাজ চললো দীর্ঘ এক বছর ধরে। ওয়াশিংটনের বিশ্বব্যাংক অডিটোরিয়ামে ১৯৮৭ সালের ৩১ অক্টোবর দু'দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে নানা সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলো। যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার বড় বড় শহরগুলো থেকে বাংলাদেশী সংগঠনগুলো সেইসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ওবায়দুল্লাহ খান। সম্মেলন উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, 'এই সম্মেলন আয়োজনের ফলে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে যোগাগোগের সুযোগ হলো। এর মধ্য দিয়ে তারা একটি

জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস'।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। এই সম্মেলন শুরু হবার কয়েকদিন আগে ঢাকায় আমার মা দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে হঠাৎ করে আমাকে ঢাকায় যেতে হলো। সম্মেলন শুরু হবার ৪ দিন আগে মা চলে যান না ফেরার দেশে। আমি সম্মেলনে যোগ দিতে পারলাম না। প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন কমিটি এবং Bangladesh Association of America, Washington D.C-এর কার্যনিবাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ বিশেষত রাশিদ আলম, ওয়াহেদ হুসেইনি, আবু সোলায়মান, সাজেদা সোলায়মান, জাফর আহমদ, সুলতান আহমদ, এনায়েতুর রহিম, এহসান রহমান, জিনা রহমান, আরজিনা হোসেইনি, আজমত আলি এবং অন্যদের অক্লান্ত

পরিশ্রমে সফলভাবে প্রথম বাংলাদেশ সম্মেলনে হয়েছে। প্রথম দিককার এই সব সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন, বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক। উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন এখন Bangladeshi Associations in North America. ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটনে প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরে নানান বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সত্ত্বেও আবারও

ওয়াশিংটনে ৩৪তম বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলন আমাদের দেশ আর আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে উত্তর আমেরিকার মানুষের কাছে তুলে ধরায় সহায়ক হবে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঐক্যবদ্ধ করবে। এই কামনাই করি।

উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন এখন 'Bangladshi Associations in North America' নামে সুপরিচিত। এবার ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৪তম ফোবানা সম্মেলন। এবারকার সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের আমি অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি- এই সম্মেলন বাংলাদেশ আর আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে উত্তর আমেরিকার মানুষের কাছে তুলে ধরার সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশীদের আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আরো ঐক্যবদ্ধ করবে। ফোবানার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

COVID-19 PANDEMIC AND FOBANA'S HUMANITY

Dr. Muhammad Ali Manik, M.D. FAAP

Board Certified Pediatrician

The COVID -19 pandemic has created both a public health crisis an enormous economic crisis in USA . The pandemic has disrupted lives , pushed the hospital system to its capacity and created a global economic slowdown . As of November 20 , 2020 , there have been 11,604,83 confirmed cases in USA with total deaths of 250,748 . The economic crisis was unprecedented , peoples lost job , businesses closed down, unemployment skyrocketed. Large number of Bangladeshis all over USA specially those living in NY , New Jersey area suffered a lot . Approximately 275 Bangladeshi died in USA from Covid 19 and many lost job with economic hardship became unbearable .

At this difficult juncture of humanitarian crisis, FOBANA, the largest umbrella organization of Bangladeshi origins in North America came forward with "FOBANA DISASTER FUND". About $40K was raised and needy peoples in USA and Bangladesh were served with foods , commodities . FOBANA also provided health advice to many Bangladeshis through Health and Wellness Hotline . As a chairperson of Fobana Health and Wellness Committee along with Co-Chairman Dr . Golam Mostofa , it was our pleasure to serve the Bangladeshi Community during this pandemic crisis . I had the opportunity to participate few talk shows on COVID-19 .

Now come to the disease COVID-19 which is caused by a Corona virus called SARS-CoV-2 . Older adults and people with severe underlying medical conditions like , heart , lung disease or diabetes seem to be at higher risk for developing more serious complications .

Symptoms :

Varies from mild to severe . Symptoms may appear 2-14 days after exposure to the virus .

Symptoms are :

*** Fever or chills**

*** Cough**

*** Difficulty breathing**

*** Fatigue**

*** Muscle or body aches**

*** Headache**

*** New loss of taste or smell**

*** Sore throat**

*** Congestion or runny nose**

*** Diarrhea**

*** Abdominal pain**

*** Vomiting**

When to seek emergency medical attention :

* Trouble breathing

* Persistent pain or pressure in the chest

* New confusion

* Inability to walk or stay awake

* Bluish lips or face

How it spread :

Spreads very easily from person to person specially during close contact . People who are physically near with in 6 feet .

Through respiratory droplets produced by cough , sneezing , talking , breathing by Covid - 19 patients .

Can also spread through contaminated surfaces .

Rarely spreads between people and animals .

Prevention :

Until vaccine comes , prevention is the best treatment . Continue to practice every day prevention . Wash your hands often thoroughly (At least 20 seconds) , wear a mask , avoid close contacts , cover cough and sneezes and clean and disinfect frequently touched surfaces often .

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

Standing Together

FOBANA

Health & Wellness Hotline

Contact:

Dr. Muhammad Ali Manik (404) 702-6146

Dr. Golam Mostofa (717) 329-8107

Dr. Muhammad Ali Manik
Chair, FOBANA Health & Wellness Committee

Dr. Golam Mostofa
Co-Chair, FOBANA Health & Wellness Committee

WWW.FOBANAONLINE.COM

Federation of Bangladeshi Associations in North America

কবির কিরণ
সভাপতি, শতদল

মানবতায় ফোবানা

কোভিড-১৯ আমাদের জীবনকে টালমাটাল অবস্থায় নিয়ে গেছে। বিশ্বে দিশেহারা মানবজাতি কি করবে তার হিসাব মেলাতে পারছে না। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো হলো পাশ্চাত্যের দেশসমূহ, তার ভিতরে উত্তর আমেরিকায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনেছিল মার্চ, ২০২০ থেকে। তার ভিতরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য, আছে নিউ জার্সিও; যেভাবে মৃত্যুর মিছিল বেরিয়েছিল তাতে মানবজাতি বেঁচে থাকবে কিনা তার কোনো হিসাব ছিল না। ঠিক তখন ফোবানা (ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা) তার দায়িত্ববোধ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে, ভুক্তভোগী মানুষের কাছে হাজির হয়েছে মানবতার দূত হিসেবে। বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি এই দুইটি অঙ্গরাজ্য ছিল বিভীষিকাময়। ফোবানা তার দায়িত্ববোধ থেকে মানুষের কাছে মানবতার কাজ নিয়ে হাজির হয়েছিল। এই মহামারী আজও সারাবিশ্বে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানবজাতিকে। আশার আলো একটি এখন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন আসবে! মানুষ আবার ফিরে যাবে স্বাভাবিক জীবনে। বিশ্ব আজ থমকে গেছে তার বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি, বিশ্বভ্রমণ থেকে। সবকিছুই মনে হয় রুখে দিয়েছে এই কোভিড-১৯। তবুও বলবো কোভিড-১৯ আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে- মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। সেই প্রত্যয়ে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা মানবতার পাশে দাঁড়াতে পেরেছে। বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য, কোভিড-১৯ সংক্রমিত মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সংগঠন তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে এটাই আশা করি। তাই তো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গাহি সাম্যের গান' কবিতায় চমৎকারভাবে মানবতার বন্দনা করেছেন।

গাহি সাম্যের গান-

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা- ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।

গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি?- পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?

কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বআখ চেলা? ব'লে যাও, বলো আরো!

বন্ধু, যা- খুশি হও,

পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা- খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,

কোরান- পুরাণ-বেদ-বেদান্ত- বাইবেল- ত্রিপিটক-

জেন্দাবেস্তা- গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত সখ-

কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?

দোকানে কেন এ দর কষাকষি?- পথে ফুটে তাজা ফুল!

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,

সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!

তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,

তোমার হৃদয় বিশ্ব- দেউল সকল দেবতার।

'কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি- কঙ্কালে?

হাসিছেন তিনি অমৃত- হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

LIFE AFTER COVID-19

Shelley Shahabuddin

Introduction

It is understandable that life after COVID 19 would not be the same. I have seen nothing like this in my lifetime. There would be changes. But we do not know what exactly will happen. We may guess certain general changes. But the specific changes, their speed, and exact directions of changes will depend on the global & national politics, leadership, and the ever raging struggle between Dr. Jekyll and Mr. Hyde in Man.

Epidemic is a consequence of human life style. We still do not know many things about nature. But there are many ways in which nature takes care of itself, and of 'life on earth'. Man is always destabilizing nature unwittingly by interfering in her self-care.

One example of human tempering with nature is creating air pollution. Researchers in the US are building a case that suggests air pollution has significantly worsened the Covid-19 outbreak and led to more deaths than if pollution-free skies were the norm. As well as predisposing the people who have lived with polluted air for decades, scientists have also suggested that air pollution particles may be acting as vehicles for viral transmission (1).

I hope that Covid 19 pandemic will bring more good than bad for mankind in future. Francesca Perry wrote in BBC on 4-29-20, "The pandemic's impact on the environment has been staggering. Carbon emissions from the burning of fossil fuels are heading for a record 5.5-5.7% annual drop. From mid-January to mid-February, China's carbon emissions fell by around 25%. In Delhi, a city with often the worst air quality in the world, pollution caused by PM2.5s reduced by roughly 75% as traffic congestion dropped by 59%. A 70% reduction in toxic nitrogen oxides was reported in Paris, while satellite imagery showed nitrogen dioxide levels in Milan fell by about 40%. In the UK, road travel has decreased by as much as 73% and in London, toxic emissions at major roads and junctions fell by almost 50%"(2).

Obviously, Public Health will be in the forefront of some of the major changes after this epidemic. Dr. Mark Jones, head of policy at 'Born Free', urged the WHO to work alongside governments to ban wildlife markets and bring an end to the commercial wildlife trade, including measures to protect wildlife habitats. He said, this was necessary "to halt and reverse the devastating declines in the natural world that have brought a million species to the brink of extinction and threaten the future of wildlife and humanity alike". So, the World Health Organization (WHO) is calling for stricter safety and hygiene standards when wet markets reopen (3). China has already banned wildlife market.

Concern for some negative developments are also there. Yuval Noah,an Israeli historian and a professor in the Department of History at the Hebrew University of Jerusalem fears that the World will become more authoritarian after this epidemic. Recently, he wrote in Financial Times, "the storm will pass, humankind will survive, most of us will still be alive--- but we will inhabit a different World. In order to stop the epidemic, entire population need to comply with certain guidelines. The downside is, of course, that this would give legitimacy to terrifying new surveillance system" (4).

Noah wrote about deeper issues also. He wrote,"When the present crisis is over, I don't expect we will see a significant increase in the budgets of philosophy departments. But I bet we will see a massive increase in the budgets of medical schools and healthcare systems".And maybe that is the best we can humanly expect.

Governments anyhow aren't very good at philosophy. It isn't their domain. Governments really should focus on building better healthcare systems. It is up to individuals to do better philosophy. Doctors cannot solve the riddle of existence for us. But they can buy us some more time to grapple with it. What we do with that time is up to us (5).

So, let us try to predict and propose what may happen or should happen after Covid 19.

1. Global Economy will suffer.Details are beyond me.I only understand that Global Economy will change. All countries of the world will suffer. Some will face disaster. UNO is trying to help. The ramifications of this change is so huge that it can be the subject of a separate article. Economists will debate the inevitable recession and the time to recover.

• For Bangladesh, the two obvious ominous issues are garment sector income, and wage earners remittances. Both are dependent on global economy, and both are already in deep trouble.

2. On-Line changes will be immediate. On-line increase of education, office works, business, etc will definitely be huge. Technology in this sector will advance with vast speed, variety and target audiences. Specialized new companies will grow on the demand. Amazon made a profit of 24 Billion dollar (news on 4-15-20) due to the current pandemic situation. There is a possibility that on-line business will replace retails shops almost completely, except for some specialized shops. Some special companies are already finding an increase in productivity by working from home.

• Social distancing experience, which actually means Physical Distancing Experience (PDE), will turn on-line digital experience even more widespread, efficient, and cheap. Amazing new gadgets, like we see in science fiction, will emerge.

3. Life Style change will be widespread, and will affect most sectors of life. Service sector is just one example. Business will change.

• One such business is Restaurant business. This business as a whole is likely to shrink. Some will survive or will emerge with new technology and design. Survivors will have to design 'multiple entry independent cubicles' for families. Cooking and Service will mostly be done automatically and by robots with minimum number of people to control everything.Food will automatically move through independent corridors or by overhead chute, serving directly from kitchen to individual isolated customer cubicles. Alternately, robots may serve. Families will not be exposed to other people. Communication with human employees controlling everything from an isolated glass chamber will take place digitally, and if necessary, through intercom. So, each individual or family will enjoy complete isolation throughout the service period. A conceptual design is shown in Picture 2. A smart design will be required for safe restrooms.

• A symbiotic developmental relation may take place between home cooking and food industry. People may increase home cooking to some extent. As a result, Food industry may be forced to reengineer to create more healthy and nutritious food. Thus a balance may be created benefiting both the industry and people's health.

• Symbiotic relationship may also develop between such home cooking and home centered on-line life style for work and education.

4. Global Politics will change. One BBC report revealed that American Intelligence reported the great danger of COVID 19 from China source in January &February. But White House did not give any importance to their report (6).Lessons learned with a heavy price all over the world during this pandemic will shape the future global politics.

• US Global influence will decrease due to its complete failure to provide any global leadership.China and Russia will increase their influence by filling some of the vacuum. Europe will compete. But others like India and Brazil will also join the competition. Subsequent result will partly depend on new found resources, technology, and quality of leadership.

• Current practice of capitalist democracy will face challenges. Human suffering will continue through unrest, confusion, conflict and rebellion for some time. Ultimately, a slow social change to a more equitable structure will have to emerge.

• The concept of National Security will change in future. Intelligence reports, In addition to military threat, will also collect and report intelligence on health security. For example, spying may become intense to learn quickly what vaccine other countries are developing.

• Methods of intelligence collection will have to change. In addition to political leadership and military establishment, computer science will also respond to the need. Artificial Intelligence will be one of the main areas for such activity. Some observers are worried about the danger of renewed biological warfare by State and Non-State agencies. Militant organizations are always willing to adopt all means of destruction.

5. Automation will definitely increase. Robots will replace many work in health, food industry, warehouse, and in almost every sector of life. Companies like Walmart, Amazon are already trying robots for cleaning, sorting, shipping, packing; and fast food chain like Macdonald's are trying cooking and serving by robots. Zoe Thomas, technology reporter of BBC writes on 19thApril, 2020, "Companies large and small are expanding how they use robots to increase social distancing and reduce the number of staff that have to physically come to work. Robots are also being used to perform roles workers cannot do at home" (7).

• Since February, California-based manufacturer CloudMinds has shipped more than 100 robots to China.Many of those have gone to hospitals, where Robot named XR-1 provides information to patients and helps guide visitors to the right department.The artificial intelligence (AI) incorporated into the machines means they can operate on their own. They also are connected to the latest 5G mobile phone networks, which means they can react very quickly (8).

6. Travel will change. Driverless transport will rapidly increase. People will prefer such transport to avoid exposure to other people. Public transport, including Aircraft design will have to change to provide independent breathing facilities for each passenger. Airline will probably lead the design revolution if it is going to survive. Such technology will rapidly be adopted by buses, trains, ships and other transports.

• Struggle for survival will be furious for Airlines. The industry is already showing its agony.Dauglas Fraser wrote on 8th April, 2020, "It is not just that airlines are burning through cash reserves and some won't survive - even the strong, starting with Lufthansa, are preparing for a very different future to the recent past" (9).

• So, Airline industry may survive by designing small separate comfortable isolation bubble seating for each passenger. Or it may adopt use of personal isolation suit for each individual passenger.

• The future of Cruise ships business is uncertain. It may re-engineer its design, if it wants to survive. The main aim of such design would be to isolate the passengers as much as possible, while giving them access to all, or most of the services and entertainments. It will be a great challenge. Personal Isolation Suit (PIS) may complement such innovations.

• An Autorickshaw mechanic named Md. Rafiqul Islam Noyon in Bangladesh has probably shown the way to travel revolution by innovation of a simple solution naming it 'Four seat Four gate Easy Bike'. He has created 4 separate seating for passengers with plastic partitioning within one AutoRickshaw. Mr. Islam thinks that all types of transport can adopt the idea. Anand Mahindra of Mahindra Industry group in India twitted about implementing this innovation (10).

• One company in China has started producing a car claiming it can protect from virus infection. The producer (?Gili) promises that the interior of the car provides the protection that wearing a mask provides (11).

7. The technology of Personal Independent Respirator (PIR) will then be adopted by labor intensive industries (like garment industry), offices, education, conference halls & auditoriums, even small shops like beauty parlor. Technology may create cost effective individual comfortable respirator attached to each desk or seating, like the individual speaker attached to each desk now.

• In the long future, further improvement in the personal respirator will gradually mutate into the development of ultra-light cost effective PIR and PIS for everyone, including Pedestrians. There are already indication of the speed with which such developments will take place. University College of London in collaboration with Mercedes

Formula One team has already invented an alternative of Ventilator. People will be able to use it as alternative to Ventilator at home (12).

8. Medicine will benefit from the experience of social isolation. Remote handling of patients and Robot Surgery will increase, and will slowly replace current practice of direct human handling & Surgery of patients. Telemedicine will be widespread. Improvement in efficiency and reliability will make telemedicine popular. Doctor's Offices will mainly work on coordination & technological control. Accident Emergency service will remain an exception.

• Health workers in the surviving specialized hospitals will wear Specialized Isolation Suit (SIS). They will be heavy, uncomfortable and costly in the beginning. When such a suit becomes cost effective, comfortable & light enough, then it becomes Personal Independent Suit (PIS), and willget adopted by pedestrians and airlines.

• These developments may lead to emergence of a 'Talking device' in the market. If a comfortable, affordable device is available, people will prefer to use them for daily life. If competition develops, innovators may designs devices that increases facial and vocal charm.

• When a non-respiratory epidemic of similar aggression emerges, medicine, technology, and life style will have to adapt to that also.

• Depending on proper allocation of health budget, medical Nanotechnology may take a leap forward. Diagnosis and treatment of diseases may achieve science fiction like advancement. A patient will swallow a Nano-capsule, which will diagnose, locate, operate or treat, and cure the patient.

• The long held belief of Public Health experts will be realized in clinical health. Clinical Health care will move away from hospitals into communities, where community will take care of patients. Self-care will become simple. People will have easy access to diagnostic tools and treatments. Hospitals will become obsolete, except for some rare problems. Companies will be specialized in Telehealth.

• Public Health and most world thinkers will realize the importance of global cooperation in controlling such epidemic. Majority World population will support such cooperation. But just like now, extremists, selfish, and racist ideologues will oppose it. We shall have to wait to know who the winner is.

• **City planning** will change. Space, greenery, sanitation, transport, construction are some of the basic focus of change. Repeated epidemic of Plague in Europe taught people the benefit of Isolation at such times. When industrial revolution created dense cities with unhygienic conditions, they led to typhoid and diarrhea epidemics. Those past epidemics have caused great changes in city designs. The current epidemic has already started dialogue on future changes. One suggestion is to open up parts of city streets for exercise by closing down traffic. According to the Centre for Urban Design and Mental Health's McCay, in future cities, planning for pedestrians may even go a step further by building much wider pavements. Other ideas include excess to ramping up more hand washing facilities in cities, more lifts and staircases planed intelligently to minimize close contact, and abilities to make rapid changes. This we have seen in creating large hospitals in a few days at first in China, and then in some other cities of the world during Covid 19 epidemic. Other speed abilities of cities may include supply of goods and evacuation. Some of the changes would be invisible. For example, a city built for a pandemic would likely be filled with hidden sensors to help map the spread of disease (13).

• Making the cities self-sufficient would be a big need if we want to avoid global spread of infections. One such area of self-sufficiency is in producing daily food. Localization (meaning, most necessities available in small areas of city everywhere) in mega cities can reduce local spread of infection. Before the current epidemic, Melbourne in Australia experimented with a'20 minute city plan' where everything is available within 20 minute walk or bike ride.

• Green cities will grow. UK has already granted 2 billion pound for 'once in generation' change to transport. Money will be used to improve infrastructure for cycling and walking, says UK Transport Secretary Grant Shapps. Pop-up bike lanes, wider pavements, safer junctions, and cycle and bus-only corridors will be created in England within weeks as part of a £250m emergency fund.It is the first part of a £2bn package, which was part of a £5bn investment announced in February, the Department for Transport said(14).

9. Architecture will change. Building designs will have to avoid Sick Building Syndrome (sealed buildings that re-circulate pathogens) and plan for buildings with more light and ventilation. The well

insulated houses in the West becomes a problem when one or more members in the house is sick. Because the others in the house may get infected with the re-circulating air in the insulated houses. The well ventilated and open window houses in the East is an advantage in such a situation. It will be a designing problem in locations where climate is very cold. Architecture will also have to become more carbon responsive.

• The demand for physical separation will lead to changes in architectural designs in offices, restaurants, hospitals, gym and many other buildings. An office design for the future is shown in Picture 2.

10. Global warming and pollution will decrease due to change of life style. Wild life will flourish. Threatened and near extinct species will have a comeback. Once global worming starts reversing, wildfires and drought will decrease, and water conservation will increase.

11. Third World War could be avoided because, it is predicted to be on the problem of water rights.

12. Tourism will shrink at first. It will recover after decades, depending on innovation in various sectors like transportation, architecture, personal isolation devices, and other service sectors already described. Cost effective flying taxi may be an innovation promoting tourism. Another innovation may be focus of tourism on physical distancing and avoidance of mass gathering. Which means avoidance of beaches, festivals and events. Visits to ancient ruins, architectural sites, wild life and natural beauties will increase.

▪ Some organizations are already planning tall Plexiglas separators at beaches, full body disinfectant device at airports, and empty middle seat on aircrafts (15).

13. Financial practices will change. Some experts are saying that Coronavirus will hasten the decline in the use of cash as a long-term switch to digital payments. The lockdown has led to a 60% fall in the number of withdrawals from cash machines, although people are taking out bigger sums. Payment card use has risen with on-line shopping, particularly for groceries. This could lead to an estimated 20% population who rely on cash, experts are saying (16).

14. Sports may move away from team events to individual events. Non-contact sports like Cricket may be exceptions among team events. Viewing will be mainly digital. Some specialized costly stadiums with capacity for physical distancing may respond to the demands of rich people. Sports financing will go through a rough period before stabilizing through digital financing.

Conclusions.

These are only some of the possibilities. There will be others that others will think about. And there will be still others that we are not even able to imagine now. Some of these predictions will turn intoa wish list only, though logically, they are supposed to happen.

And these changes may not radically change human life. They will not be sudden. Life will gradually transition into these changes as it did in the past. The Evil and Angel in Man will continue to battle each other with alternate dominance. But something different may change human life radically after this experience. One of them is ominous, and the other is magnificent.

❖ A. There is an ominous possibility that rich countries will rapidly develop space based digital warfare capability. Arms race may also renew. Because, the last of the great arms control treaty between USA and Russia expires on early February, next year. Experts fear that in this covid confused global environment, it may not get renewed (17). The recent fearfulCovid 19 epidemic on board USS Roosevelt, and its scandalous consequences may motivate US authorities to move away from human participation in war, to remote technology in increasing proportions. Battles will all be controlled remotely, but the war of weapons will only become more harmful. Competition will follow among other rich countries. The scenario drawn by George Freedman in his book titled 'Next hundred Years' may be enacted sooner than predicted (18). If that happens, then the poor countries will become more vulnerable to the demands and dictation of rich countries for two reasons. First, because they will be lagging behind the rich countries in implementing costly space technology. They may have the technical know- how, but they will not have the money to implement

it. Secondly, at present the cost of human life which even a rich country has to bear in war, acts as a deterrent against indiscriminate invasion and occupation of other countries. This cost will become negligible, or even approach zero in a digital space war.

❖ B. But if, only if, Covid 19 can teach mankind the advantage of global cooperation, Man may discard conflict and war as a way of life. Rich countries may realize that they can stay rich without manufacturing weapons of mass destruction (WMD). The world has also seen that religion as a collective issue promotes conflict and instability. Covid 19 has shownthat religion can be practiced as a personal issue, instead of as a collective issue. If that happens, conflict and social unrest in the world will decrease. Stability will increase. Of course, even if it happens, it will happen very slowly, because politicians and religious power holders will oppose such a change with their life. It may take centuries. But it has to happen if mankind is to rise further.

If Mankind learns from the experiences of this epidemic and if it rises by changing its behavior, there will be a tremendous advancement of Mankind. Unrestrained and uninhibited intellect, science, technology and logic will create such a progress cycle in Mankind that there will be thousands of Einstein like talents on Earth at first. Then there will be others surpassing them. Generation after generation will have positive genetic mutations in their neurological structure to increase their intellectual capability. Human conquest of the space that we only dream today, and see only in science fiction, will come true. But if Man sticks to current harmful practices, the future will probably be the 'Brave New World' that Aldous Huxley described.

6/12/20

REFERENCES:

1. There's a murky relationship between air pollution and coronavirus, which may mean that tackling air pollution will be a crucial part of easing lockdown. By Isabelle Gerretsen in BBC, 27th April, 2020.https://www.bbc.com/future/article/20200427-how-air-pollution-exacerbates-covid-19Down loaded on 4-28-19.

2. Cities around the world are seeing dwindling numbers of fossil-fuel cars on the streets, and many are planning to keep it that way after lockdowns ease. By Francesca Perry in BBC, 29th April, 2020. https://www.bbc.com/future/article/20200429-are-we-witnessing-the-death-of-the-car Down loaded on 4-30-20).

3. Coronavirus: WHO developing guidance on wet markets. By Helen Briggs. BBC Environment correspondent, 21 April, 2020.https://www.bbc.com/news/science-environment-52369878 Downloaded on 4-28-20.

4. The World after coronavirus. Yuval Noah. https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 Downloaded on 4-21-20).

5. Yuval Noah Harari: 'Will coronavirus change our attitudes to death? Quite the opposite'. https://www.theguardian.com/books/2020/apr/20/yuval-noah-harari-will-coronavirus-change-our-attitudes-to-death-quite-the-opposite Downloaded on 4-21-20).

6. করোনাভাইরাস : কিভাবে বদলে দেবে জাতীয় নিরাপত্তা ও গুপ্তচর বৃত্তি, গোয়েন্দা নজরদারি গর্ডনকরেরা, বিবিসির নিরাপত্তা সংবাদ দাতা । (Corona Virus: How it will change National Security Policy and Intelligence Services. By Gordon Karera, BBC security correspondence. 4 April, 2020) https://www.bbc.com/bengali/news-52158941 Downloaded on 4-5-20

7. Coronavirus: Will Covid-19 speed up the use of robots to replace human workers? By Zoe Thomas, Technology reporter. 19th April. https://www.bbc.com/news/technology-52340651 Downloaded on 4-20-20.

8. With humans vulnerable: How about a digital helper? By Jessica Brown, Technology of Business reporter. https://www.bbc.com/news/business-52290562 Downloaded on 4-25-20.

9. Air travel faces continued turbulence. Douglas Fraser. Business/economy editor, Scotland. 8 April, 2020. https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-52212510 Downloaded on 4-19-20.

10. করোনাভাইরাস : সামাজিক দূরত্ব রক্ষায় বাংলাদেশি অটোরিকশা মিস্ত্রীর উদ্ভাবন ভারতের মাতামাতি (Coronavirus: Innovation of a Bangladeshi Autorickshaw mechanic to maintain social distance, commotion in India).8 May, 2020.https://www.bbc.com/bengali/news-52570665 Downloaded on 4-10-20.

11. করোনাভাইরাস : চীনে 'জীবাণু প্রতিরোধি' গাড়ি আসলেই কি ভাইরাস ঠেকবে? (Coronavirus: Will the 'infection prevention car' of china really prevent virus infection?) May1, 2020.https://www.bbc.com/bengali/news-52502572 Downloaded on 5-2-20.

12. করোনাভাইরাস : মাত্র ক'দিনে ব্রিটেনে ভেন্টিলেটরের বিকল্প যন্ত্র উদ্ভাবন (Coronavirus: Alternative to Ventilator innovated in Britain in a short time). 17 April. https://www.bbc.com/bengali/news-52330511 Downloaded 4-19-20).

13. The new coronavirus has spread rapidly in cities around the globe. How

might the virus make us think differently about urban design in the future? By Harriet Constable. 26 April, 2020. https://www.bbc.com/future/article/20200424-how-do-you-build-a-city-for-a-pandemic Downloaded on 4-27-20.

14. Coronavirus: No 'single leap to freedom', minister warns. 9 May, 2020. https://www.bbc.com/news/uk-52600708 Downloaded on 4-9-20.

15. Coronavirus: What global travel may look like ahead of a vaccine. By Mal Siret. BBC News. 3May, 2020.

https://www.bbc.com/news/world-52450038 Down loaded on 5-3-20.

16. Coronavirus 'will hasten the decline of cash'. By Kevin Peachey. Personal finance reporter. 19 April, 2020.

https://www.bbc.com/news/business-52455706 Downloaded on 5-11-20.

17. A world in crisis even without the pandemic: Five looming problems. Jonathan Marcus. Diplomatic correspondent. 14 May, 2020.

https://www.bbc.com/news/world-52630346 Downloaded on 5-14-20.

18. The next hundred years. George Freedman. First Edition, 2009. Published by Doubleday Publishing group, Random House Inc. New York. USA.

PICTURE 1.

Post-pandemic offices could include hygiene stations, signage *indicating direct routes, separated seats and more automation (Image: Unispace)*.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200514-how-the-post-pandemic-office-will-change Down loaded on 5-15-20.

PICTURE 2.

Basic concept of a public service structure like a restaurant. Black arrows are separators. Service may be done by robots. Control area will have control equipment and a few personnel. Customers will be completely separated from others. Food or materials may be served through separated corridors or overhead chutes.

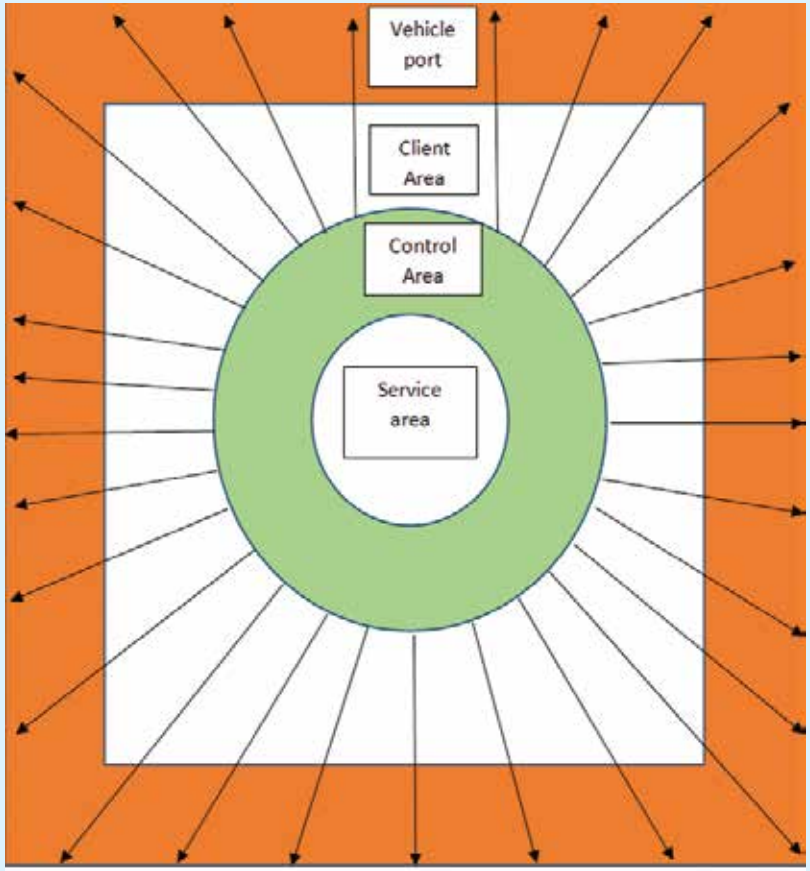

বাংলাদেশ কার কাছ থেকে কোভিড ভ্যাক্সিন নেবে?

ড. আবুল হাসনাৎ মিল্টন

চলমান গবেষণার ফেজ- থ্রির অন্তরর্তীকালিন বিশেষণে (ইনটেরিম এনালিসিস) সম্প্রতি দেখা গেছে, ফাইজার কোম্পানীর কোভিড-১৯ প্রতিরোধী ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা প্রায় নব্বই শতাংশ। চলমান বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে খবরটি সবার জন্য নি:সন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কোভিডাক্রান্ত পুরো পৃথিবীই এই সংবাদে নড়ে-চড়ে উঠেছে। এতদিন আমরা অক্সফোডের কোভিড ভ্যাক্সিনের কথা বেশী শুনছিলাম, মাঝখানে দুয়েকজন অংশগ্রহণকারীর উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে কিছুদিনের জন্য ট্রায়ালটি বন্ধ ছিল। এই দুটো ভ্যাক্সিনের বাইরেও চীনা কোম্পানির ভ্যাক্সিনসহ আরো কয়েকটি ভ্যাক্সিনের ফেজ-থ্রি পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে।

ফাইজারের ভ্যাক্সিনের আপাত সাফল্যের খবর প্রকাশিত হতেই আমাদের কতিপয় বিশেষজ্ঞ নড়েচড়ে বসেছেন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের এটা একটা বিশাল অর্জন, যে কোন বিষয়ে সেখানে বিশেষজ্ঞের অভাব নাই। তা জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ, বিষয়ে যা-ই হোক না কেন! একজন বিশেষজ্ঞকে দেখলাম, ফাইজারের কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এটি বয়স্ক মানুষের শরীরে কার্যকর কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন। আমার সামান্য জ্ঞানে যতটুকু জানি, ট্রায়ালের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়েই ভ্যাক্সিনের নিরাপত্তা বা সেফটি এবং ডোজ নির্ধারণ করা হয়। ফেজ থ্রিতে মূলত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শরীরে প্রযয়োগ করে ভ্যাক্সিনটি কার্যকর কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হয়। তারপরও নিরাপত্তা একটি চলমান প্রক্রিয়া, বাজারজাত করার পরেও সেটার প্রতি নজরদারী রাখা হয়। সুতরাং, এই মূহূর্তে ফেজ থ্রির ভ্যাক্সিনগুলোর নিরাপত্তার ইস্যুতে মূখ্য করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা খুব একটা জরুরী নয়। এ ছাড়া, ভ্যাক্সিনটি প্রয়োজনীয়সংখ্যক তরুণ ও বয়স্ক মানুষের শরীরেই প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে ফেজ থ্রিতে পরীক্ষাধীন ভ্যাক্সিনগুলোর সাথে যেমন অভিজ্ঞ এবং বিখ্যাত গবেষকরা জড়ত, তেমনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, মার্কিন প্রতিষ্ঠান এফডিএ, সিডিসিসহ পৃথিবীর নামকরা সব চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষকরাও ট্রায়ালের ব্যাপারে নজর রাখছেন। বিজ্ঞানের শর্ত এবং জনগণের স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরই কার্যকরী কোভিড ভ্যাক্সিনসমূহ বাজারজাত করা হবে। এটা কোভিড ভ্যাক্সিন উৎপাদনকারী সকল কোম্পানীর জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। এর ব্যত্যয় ঘটবার কোন অবকাশ নাই। এটা উন্নয়নশীল কোন দেশের একক ব্যাপার না যে, কোন এক আমলার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর ভ্যাক্সিনের অনুমোদন নির্ভয় করবে।

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে তিন কোটি অক্সফোর্ডের কোভিড ভ্যাক্সিন কিনবে বলে চুক্তি করেছে। ভ্যাক্সিন উৎপাদনকারী কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে এই প্রক্রিয়ার সাথে বেক্সিমকোও জড়িত আছে। এখানে বেক্সিমকোর সম্পৃক্ততা নিয়ে কেউ কেউ অকারণ জল ঘোলা করার চেষ্টা করছে। এখানে বেক্সিমকো না হয়ে বাংলাদেশের অন্য যে কোন কোম্পানীই হতে পারতো। বেক্সিমকো আগে থেকেই উৎপাদনকারী কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে ভ্যাক্সিনটি বাংলাদেশে বিপননের ব্যবস্থা করেছে। তিন কোটি ভ্যাক্সিন বেক্সিমকো সরাসরি সরকারকে দিচ্ছে। কিনে নেবার পর সরকার সব ভ্যাক্সিনই বিনা মূল্যে জনগণকে সরবরাহ করবে।

এখন ফাইজারের কোভিড ভ্যাক্সিন সফল হলে সেটাও বাংলাদেশে আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ফাইজারের বাংলাদেশী এজেন্টই উদ্যোগী হবেন। পত্রিকায় দেখলাম, ফাইজারের এদেশীয় এজেন্টের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সরকারের কাছে ভ্যাক্সিন সরবরাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সরকার নিশ্চয়ই বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবে। প্রতিজনকে এই ভ্যাক্সিনের দুটো করে ডোজ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে ষোল কোটির বেশী মানুষের দেশে কমপক্ষে বিশ কোটি কোভিড ভ্যাক্সিন শুরুতেই প্রয়োজন। সুতরাং,

অক্সফোর্ডের ভ্যাক্সিনের পাশাপাশি কার্যকর প্রমাণিত হলে সরকারকে অন্য কোম্পানীর কোভিড ভ্যাক্সিনও কিনতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার দুই কোটি ষাট লক্ষ মানুষের জন্য ফাইজারসহ চারটা কোম্পানীর সাথে সরকার দশ কোটির বেশী ভ্যাক্সিন ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সবাই এখন অপেক্ষা করছে ভ্যাক্সিনের সাফল্যের উপর। কার্যকর প্রমাণিত হলেই দেশে দেশে ভ্যাক্সিন প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে। ভ্যাক্সিন দেবার পরে যে প্রশ্নটা মূখ্য হয়ে দেখা দেবে, সেটা হলো, এর ফলে সৃষ্ট এন্টিবডি মানবদেহে কতদিন থাকবে? উলেখ্য, শরীরে সৃষ্ট এই এন্টিবডিই নোভেল করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। আপাতত ধারণা করা হচ্ছে, অন্তত শরীরে এন্টিবডি এক বছর বা তার বেশী থাকবে। সে ক্ষেত্রে ভ্যাক্সিনটি প্রতিবছর দুই ডোজ করে নিতে হবে। তবে এন্টিবডি শরীরে কতদিন থাকবে, সেই প্রশ্নের উত্তর সময়ই সবচেয়ে সঠিকভাবে দিতে পারবে। ভ্যাক্সিন গ্রহীতার একাংশের শরীরের এন্টিবডি নিয়মিত পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পারবো, শরীরে তৈরী হওয়া এন্টিবডির স্থায়ীত্ব কতদিনের? ভ্যাক্সিনের দাম দেশ ভেদে একেকরকম হবে বলে ধারণা করছি। ধনী দেশগুলোতে স্বভাবতই দাম বেশী হবে। ভ্যাক্সিন কেনার জন্য নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে বন্ধু রাষ্ট্র, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ কী ধরণের অর্থনৈতিক সহায়তা দেবে সেটা নিয়েও নানান পর্যায়ে আলোচনা চলছে। ভ্যাক্সিনের দাম নিয়েও অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। তবে একটা জিনিষ মানতেই হবে। শুরু থেকেই ভ্যাক্সিন উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলো বানিজ্যের চেয়ে মানবিকতাই প্রাধান্য দিচ্ছে। সুতরাং, কোনপক্ষই মনে হয় না ভ্যাক্সিনের গলাকাটা দাম রাখবে বা বিশাল বানিজ্য করবে।

ভ্যাক্সিনের সংরক্ষণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রার তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে। ফাইজারের কোভিড ভ্যাক্সিনের ক্ষেত্রে মাইনাস সত্তর ডিগ্রী তাপমাত্রায় ভ্যাক্সিনটি সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশের জন্যই এই তাপমাত্রায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। তবে আশার কথা হলো, ফাইজারের ভ্যাক্সিন বহন করবার জন্য এক ধরণের বিশেষ ব্যাগ তৈরী করা হয়েছে, যার সাথে কিছু ড্রাই আইস মিশিয়ে চৌদ্দদিনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় এই ভ্যাক্সিন বহন করা যাবে। এছাড়াও, কিভাবে মাইনাস সত্তর ডিগ্রী তাপমাত্রা বজায় রাখা যায় বা কমানো যায়, সে ব্যাপারেও বিস্তারিত চিন্তাভাবনা-গবেষণা চলছে। লোকমুখে শুনেছি, বাংলাদেশের দুটো ওষুধ কোম্পানি নাকি দেশেই কোভিড ভ্যাক্সিন বানানো যায় কি না, সে ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। এছাড়া গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালসও কোভিড ভ্যাক্সিন বানানোর চেষ্টা করছে। কোভিড ভ্যাক্সিন দেশে আনার ব্যাপারে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মহল থেকে নানাধরণের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। আমি নিজেও এধরণের কিছু কাজের সাথে বর্তমানে সম্পৃক্ত। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্বনামধন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থাও করা যাবে।

বাংলাদেশে কোভিড ভ্যাক্সিন আনা এবং আনার পরে কিভাবে সংরক্ষণ ও পরিবহন করা হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাদের ভ্যাক্সিন দেওয়া হবে, এসব নিয়ে বিস্তারিত কৌশল নির্ধারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছে। এসময়ে আমাদের সবার দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। প্যানডেমিক একা আসে না, সাথে ইনফোডেমিকও আসে। ফেসবুকের কল্যানে প্রতিদিন প্রচুর পরিমানে ভুল তথ্য এবং অপপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে। এতে করোনা পরিস্থিতি উন্নয়নে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হচ্ছে।

লেখক: জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং চেয়ারম্যান, ফাউন্ডেশন ফর ডক্টরস সেফটি, রাইটস এন্ড রেস্পন্সিবিলিটিজ (এফডিএসআর)।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ

ঢাকা ও ডালাস– দুই বিশ্বের দুই শহর, বিপরীত মেরুতে তাদের বাস। ঢাকায় যখন ছিলাম টিভি সিরিয়াল 'ডালাস' দেখে দেখে স্বপ্ন দেখতাম সে শহর ও সে দেশের; আর এখন সে স্বপ্নপুরীতেই বাস করছি, তবুও ফিরে ফিরে আসে ঢাকা এবং স্বদেশ– ডালাসে বাস করেও মনে মনে বাস করি ঢাকায়।

কোনো যুদ্ধ হয়নি, কোনো দাঙ্গা হয়নি, কোনো মহামারি হয়নি; তবুও আমরা এক কোটি লোক স্বদেশ ছাড়লাম শুধুমাত্র ভালো জীবনের আশায়। সে স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে অনেকের জন্য, কেউবা সে স্বপ্নের দেখা পেয়েছি, অনেকে ভাবছেন-স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

স্বপ্নের দেশটি ক্রমে পুরনো হয়ে আসে, ফিকে হয়ে আসে সবকিছু; জীবন-সংসার-সমাজ মনে হয় একই যাঁতাকল : এতে দেশ-বিদেশের কোনো তফাৎ নেই। অভ্যাসে বিদেশ আস্তে আস্তে দেশ হয়ে গেল, তবে এখনো স্বদেশ হতে পারল না, হয়তো কোনো সময় হবেও না। মা একজনই, জন্মদাত্রীই শুধুমাত্র মা হবার অধিকার রাখেন। স্বদেশ আর মা যে এক, তা একই সত্তার দুই রূপ। নতুন দেশে ঘড়ির কাঁটায় জীবন ভর করে আছে। এখানে সব সময় ছুটে চলা, যেন 'আমার সোনার হরিণ চাই' ভাববার, থামবার অবকাশ নেই; সবকিছুর মাপকাঠি তথাকথিত 'সাফল্য'। তাই সফল হবার ইঁদুর-দৌড়ে সবাই শশব্যস্ত। কাজের কোনো কমতি নেই, বিনোদনেরও কোনো ঘাটতি নেই। তবুও, জীবনের কোলাহল যখন থেমে যায়, তখন শরীর-মনে ভর করে নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তি– আর হৈমন্তিক সাঁঝের বিষণ্ণতায় মনে পড়ে মাকে, মনে পড়ে স্বদেশকেও। নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে যাই, অপরাধবোধ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ভাবি– নিজের সুখের সন্ধানে মা আর স্বদেশকে ছেড়ে আসা কি ঠিক? মনে হয় 'আমার একূল ওকূল দুকূল গেল'।

তবুও চলতে থাকে জীবনের ঘোড়দৌড়, উপায় নেই থেমে যাবার, বা আস্তে যাবার; কারণ গতিই এখানে জীবন। থেমে গেলে হেরে যেতে হবে, আর হেরে যাবার জন্যও তো এখানে আসিনি। তাই মন খারাপ করার সময় নেই। পথ চলতেই হবে।

পথ চলতে চলতে দেশের মুখ ভেসে ওঠে। ওক-পাইন-মেপল আর ব্লু-বনেটে খুঁজে ফিরি জারুল-আম-কাঁঠাল ও শিউলিকে, রেড রিভার আর মিসিসিপির বাঁকে খুঁজি ধানসিঁড়ি ও তিতাসকে।

মধুসূদনের কথা মনে পড়ে। তিনিও বিদেশের মাটিতে খুঁজে ফিরেছিলেন স্বদেশকে, তাঁর মনও নিশ্চয়ই এ রকম হাহাকার করে উঠেছিল, তাই মন থেকে উঠে এসেছিল সেই বাণী:

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;–
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

মধুসূদন সব কালের, সব ভূগোলের দেশ-ছাড়া বাঙালির মনোকষ্টের প্রতিধ্বনি করেছেন– তাঁর জন্য সে কথা যেমন সত্য ছিল, এ যেন আমাদেরও মনের কথা।

আরো মনে পড়ে জীবনানন্দের কথা। কলকাতার ইট-পাথর-লোহা আর জন-সমুদ্রের মাঝে থেকেও জীবনানন্দ বারবার মনে করেছেন ধানসিঁড়ি-জলাঙ্গী-হিজল-তমালকে, আর বলে উঠেছেন :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি, চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের ক'রে আছে চুপ।

কী নিঃসংশয়, কী আবেগ-ঘন জীবনানন্দের উক্তি : 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'। আমরা পৃথিবীর পথে

পথে ঘুরছি তার রূপের খোঁজে, নাকি তার সম্পদের আশায়?

রবি ঠাকুর তো কলকাতায় বসে দিগ্বিদিক ছড়িয়েছেন রবি-রশ্মি। তবুও মাটির সোঁদা গন্ধ ও ধানের সুবাসকে বুকে ভরে নিতে বার বার ছুটে গেছেন পূর্ব বাংলার পদ্মাপারে, ঘুরে-ফিরে খুঁজেছেন বাউলদের, আর শুনেছেন তাদের মরমী গান। বাউলদের সুরে একাত্ম হয়ে তিনি গেয়ে উঠেছেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। আর দেশকে ডেকেছেন 'মা' বলে : 'ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি'। তাঁর কাছে মা আর স্বদেশ এক হয়ে যায়, তারা তো সত্যিই এক।

এসব হলো আবেগের কথা। আমাদের নতুন চারণ-ভূমিতে জীবনের লেনদেনে আবেগ বড়ই বেমানান। এখানে পথ চলতে হয় পরিকল্পনায়, আর তা আগাম হওয়া চাই। এ দেশ হলো 'মেল্টিং পট', এখানে যত তাড়াতাড়ি মিশে যেতে পারব ততই লাভ। আমরা শেকড় কেটে এসেছি, হয়তো নতুন শেকড় গজাবে নতুন মাটিতে, নতুন হাওয়ায়। আর আমরা লক লক করে বেড়ে উঠব। তবু বার বার মনে হয় আগের শেকড়টিই রয়ে গেছে। তাই তো বৈশাখী মেলায় ছুটে যাই, একুশে ফেব্রুয়ারি ফুল দিতে যাই শহীদ মিনারে, বসন্ত মেলায় বাসন্তী রঙে মেতে উঠি, পিঠা উৎসবে পিঠার স্বাদে আপ্লুত হই। মনে করি এইতো আমার ঐতিহ্য, আমার ইতিহাস। স্বদেশে থাকতে বৈশাখী মেলায় খুব একটা যাইনি। মেলা ছিল মূলত গ্রামের অনুষ্ঠান। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটি খাঁটি দেশি ভাব। স্বদেশের আত্ম-আবিষ্কারের পালায় কালক্রমে বৈশাখী মেলা তার সঠিক জায়গাটিকেই চিনে নেয়, সে স্থান করে নেয় দেশের রাজধানীর কেন্দ্রে, রমনার বটমূলে। রমনার বটমূল থেকে এই বৈশাখী মেলা ছড়িয়ে পড়েছে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এ, আর শিকাগো, ডালাস, এলএ, টরন্টো, মেলবোর্ন, লন্ডনে, তথা পৃথিবীর বড় বড় শহরে-নগরে যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই ছড়িয়ে পড়েছে বৈশাখী মেলা আর একুশে ফেব্রুয়ারি।

শেকড়ের সন্ধানে আমরা জসীম উদ্‌দীনকে খুঁজে পাই। তার আগে আমরা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকে চিনেছি। স্বদেশে তাঁদেরকে সেভাবে জানার সুযোগ হয়নি। মনে হতো তাঁরা তো কাছেই আছেন, সময়-সুযোগ বুঝে তাঁদেরকে চেনা যাবে। জীবনের আয়োজন আর কোলাহলে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জসীম উদ্‌দীনকে স্বদেশে চেনার সময় হয়নি। নতুন দেশে এসে মনে হলো তাদেরকে বুঝি হারিয়ে ফেলব, তাই শুরু হলো আবার নতুন করে জানার। যতই জানি ততই বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় অভিভূত হই, ভাবি কী সমৃদ্ধ আমাদের সাহিত্য, কী বিশাল আমাদের সংস্কৃতি। আর মনে পড়ে মধুসূদনের সেই বাণী :

ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।

স্বদেশে থাকতে জসীম উদ্‌দীনের দু'টি মাত্র কবিতা, 'নিমন্ত্রণ' ও 'কবর' পড়েছিলাম, তাও আবার স্কুলের পাঠ্য-তালিকায় ছিল বলে পড়া হয়েছিল। নতুন দেশে এসে পড়া হলো আর দেখা হলো তাঁর 'রাখালী' এবং 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। ডালাসে ২০০৮, ৪ জুলাই অনুষ্ঠিত 'ফোবানা'-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'রাখালী' মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটকটি দেখার সময় তা খুব সাররিয়াল মনে হচ্ছিল। মঞ্চে দেখছিলাম মাটির হাঁড়ি-পাতিল, মাটির চুলা, শাড়ি, আলতা, লুঙ্গি, বাঁশি, বাঁশঝাড়, শনের ঘর বাংলাদেশের কোনো গ্রামকেই যেন ডালাসের একটি স্টেজে তুলে আনা হয়েছে। সেদিন যারা অভিনয় করেছিল তাদের জন্ম এ দেশে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে। জ্যাকেট-বুট-জীনস-টিশার্ট-সানগ্লাস-লিপস্টিকের বদলে তাদের অবয়বে ছিল শাড়ি লুঙ্গি গামছা আলতা নূপুর শাঁখা সিঁদুর। এই বদলানোতে তাদের কোনো দ্বিধা, কোনো জড়তা ছিল না। মনে হচ্ছিল তারা যেন তাদের প্রিয় জায়গাটিতেই ফিরে গেছে, যদিও ক্ষণিকের জন্য, তবুও তা বহন করে এক গভীর অর্থ।

'ডালাস বাংলা থিয়েটার' ২০১১ সালের ৬ ও ৭ মে আর্ভিং আর্টস সেন্টারে মঞ্চস্থ করে জসীম উদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। নাটকটির প্রেক্ষাপট আরো বড়, এর অন্তর্নিহিত মানবিকতা অনেক শক্তিশালী, আর এ যেন গ্রাম-বাংলার এক প্রতিচ্ছবি। বাংলার গ্রামের চিরায়ত দৃশ্য, তার মানব-মানবীর জীবনাচরণ, তাদের আশা-নিরাশা-স্বপ্ন, আর সাথে গ্রাম-বাংলার কুটিল রাজনীতি ও দ্বন্দ্ব– সবই কাব্যিক ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার দু'টি বড় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিম– তাদের সম্পর্ক কাল ও রাজনীতির জোয়ার-ভাটায় বার বার ওঠা-নামা করেছে। তবে রাজনীতির স্বার্থ-চিন্তা এবং ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন ছাড়িয়ে বাঙালির জীবনে যা মূর্ত হয়ে উঠেছে তা হলো মানবতা। জসীম উদ্‌দীন বাংলার জন-জীবনের চালচিত্র এঁকে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে মানবিক শক্তির জয়ধ্বনিই গেয়েছেন। কবির সমসাময়িক-কালে তা যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, এই দুই শক্তির লড়াই এখনো বাস্তবতা। সময়ে-অসময়ে, প্রাচীন ও আধুনিককালে মানবতা পদদলিত হয়েছে, পরাজিত হয়েছে অসংখ্যবার। তখন মনে হয় এটিই ইতিহাসের নিয়ম। না, তা নয়। ইতিহাসের রায় হলো অমানবিক শক্তির পরাজয়, মানুষের শুভ-বুদ্ধির উদয়, আর পরিশেষে মানবতার জয়। এটিই অমোঘ সত্য, চিরসত্য।

ধর্ষণ : অপরাধ বন্ধে চাই আইনের কঠোর প্রয়োগ

ড. আনোয়ারা আলম
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক; সাবেক অধ্যক্ষ
আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ

এই করোনাকালেও ধর্ষণের প্রতিযোগিতা! যদিও প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের মুখে এ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু এতে থামবে কি! কারণ এর পরও মাদ্রাসার শিশুদের উপর শিক্ষকের নির্যাতনের সংবাদ পেলাম। এই বিচারে সমস্যা নিয়ে বিবিসির এক প্রতিবেদনের সূত্রে নারীকে সন্দেহ বা অবিশ্বাস এবং যেভাবে জেরা করা হয় তাতে নারী বারে বারে ধর্ষিত হয়। এছাড়াও অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি আইনের ফাঁকে একটা সময় বেরিয়ে আসে। চীনে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড, ইরানে ফাঁসি বা সোজাসুজি গুলি তেমনি আফগানিস্তান, উত্তর কোরিয়া, সৌদি আরব, মঙ্গোলিয়া ও মিসরে। যে কারণে ওসব দেশে ধর্ষণ কমেছে। অর্থাৎ আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে অপরাধ কমে। অপরাধীদের কাছে বার্তা যায়, অপরাধীরা ভয় পায়। ধর্ষণ একটি নৈতিক রোগ যার এজেন্ট বিকৃত কাম নৈতিকতা-বিবর্জিত পুরুষ। আবার বলতে হয়- নারীর প্রতি শারীরিক আকর্ষণ বয়সের ধর্ম। কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণে রাখে শিক্ষা, সৎসঙ্গ ও পরিবেশ। যা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা বোধ জাগাবে বা নারীকে কোনোভাবেই ভোগ্যপণ্য না মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে শেখাবে। প্রশ্ন এসে যায়, আমাদের শিক্ষা পাঠ্যক্রম কি শেখাচ্ছে! নৈতিক ও মূল্যবোধ শেখানোর জায়গায় পারিবারিক সুশিক্ষায় সন্তানদের মেধা ও মননকে শাণিত করছে কিনা! সমাজ ও মিডিয়ায় আসি। বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থাপনা কেমন! ব্যতিক্রম আছেই। কিন্তু সাধারণভাবে! আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। ফ্যাশন বা মডেলিংয়ে নারী নিজেকে কীভাবে তুলে ধরছেন! একই সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা নাটক কি শিক্ষা দিচ্ছে! আমরা জানি ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় ইভ, ইগো ও সুপার ইগো মানুষের মনকে পরিচালিত করে। সুপার ইগো মানুষকে সব সময় মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠে ভালো কাজ করার জন্য উদ্দীপ্ত করে আর এক্ষেত্রে বড় উপাদান হচ্ছে ব্যক্তির পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সঠিক শিক্ষা দান। এখানে অনেক গলদ আছে অবশ্যই। নারীর শালীনতার বিষয়ে কথা এলে অনেকে বলেন- তাহলে শিশু বা বৃদ্ধাও বাদ যাচ্ছে না কেন? কারণ কোনো না কোনোভাবে আনুষঙ্গিক অনেক কারণে ইভ ও ইগোই ধর্ষকের ব্রেইনে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং তখন সেই বিকৃত মানসিকতার মানুষ নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ধর্ষণের প্রকার ভেদে দেখি ডেট ধর্ষণ, গণধর্ষণ, বৈবাহিক, সংবিধিবদ্ধ, যুদ্ধকালীন থেকে শুরু করে প্রতারণার দ্বারা ধর্ষণ। আর প্রতিকারের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যাখ্যা দরকার হয়। তবে এখন যে বিষয়টা সামনে চলে আসে তাহলে কিভাবে এর প্রতিকার সম্ভব। আমরা নানাভাবে কথা বলছি। কিন্তু আমরা কি

আন্তরিক বা সত্যিকার অর্থে সমাধানের জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। অবশ্যই আমাদের ভেতরে ক্ষোভ বেদনা বা আক্ষেপ আছে। আমরা লিখছি বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বা রাস্তায় আন্দোলনে। কিন্তু এব্যাপারে যেসব সংগঠন কাজ করছে তাদের ভূমিকা কি? এক্ষেত্রে গবেষণা দরকার কারা ধর্ষণকারী তথা সমাজের কোন শ্রেণির? তাদের জীবন যাপন বা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কি ধরনের? আপাত দৃষ্টিতে কেউ নিম্ন শ্রেণির, কেউ গণপরিবহনের, কেউ অপরাধ জগতের কেউবা তথাকথিত শিক্ষার্থী। আবার কেউ ব্যবসায়ী বা মালিক শ্রেণির, কেউ সুশীল সমাজের মুখোশধারী, কেউ ক্ষমতাশালীর অধীনে এক শ্রেণির রাজনৈতিক দলের। আর ঘরেও আছে আপন রক্তের একান্ত প্রিয়জন। সুতরাং সমাধানের জন্য এক্ষেত্রে গবেষণা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত এ নিয়ে সঠিক পরিসংখ্যান কি আছে? আমি মনে করি, সমস্যা যে রকম ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া দরকার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জনসম্মুখে কয়েক জনের মৃত্যুদণ্ড। অথবা সবার সামনে কর্তন করা হোক কয়েক জনের বিশেষ অঙ্গ। সারাজীবন সে সবার সামনে কাটাক নারকীয় জীবন। এর পরে চিরুনি অভিযানে বের করা হোক ধর্ষকদের। সার্বিক নজরদারিতে বেরিয়ে আসবে কেন ধর্ষণ করেছে! এর পরে বিচার। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে তথাকথিত কিছু বখাটে ছাত্র নামধারী গণধর্ষণে জড়িত- তারা কাদের প্রশ্রয়ে, ক্ষমতাশালী কারা? অবিলম্বে তাদের সবার সামনে আনা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সময়ের দাবি। আইনের বাস্তবায়নে কোনোভাবেই বিচারহীনতার সংস্কৃতি বা দীর্ঘসূত্রতা কাম্য নয়। বিশেষ করে 'ধর্ষণ' নামক মহামারির ক্ষেত্রে। একেবারে আন্তরিকভাবে কামনা করি সরকারের সদিচ্ছায় শুধু কয়েকজনকে সবার সামনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। একবার হোক। ফলাফল কি হয় সেটা জনগণ দেখুক। ভার্চুয়াল এবং বাস্তবে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রথমত সামাজিক যোগাযোগে পর্নোসাইট বন্ধ করতে হবে। মিডিয়ার কিছু ভারতীয় চ্যানেল বিশেষত ক্রাইম পেট্রোল জাতীয় চ্যানেল এবং প্রয়োজনে আরও কিছু চ্যানেল অবশ্যই বন্ধ করা দরকার। এগুলো অল্পবয়সী তরুণ-তরুণী শুধু নয়, বয়স্কদের জন্যও নিরাপদ না। মনোজগতে এক প্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধর্ষকের শ্রেণিবিভাজনে দেখা যাবে মাদকাসক্তিও একটা বড় উপাদান। মাদক কিন্তু দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সবখানেই। এর সাথে জড়িত এক বিরাট মাফিয়া চক্র। এটি বন্ধে আইন এখনো তেমন কার্যকর না। যদি মামলার কথা বলতে হয় তবে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার বিলোপ, অর্থাৎ ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীদের মামলা পরিচালনাকালে লিঙ্গীয় সংবেদনশীল আচরণ করতে পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক ও সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষফোঁড়া এখন সমগ্র সমাজের জন্য এক ভীতিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশ স্বাধীন হলেও মনে হয় এখনো নারী সমাজের পায়ে এক অদৃশ্য শেকল। শেকলটাকে ভাঙতে হবে। সচেতনতা শব্দও এখানে অচল। আমরা চাই আবারও বলি- সর্বোচ্চ শাস্তির বাস্তবায়ন এবং তা জনসম্মুখে।

অপেক্ষায় আছি

কাজী হাসান

বাস স্ট্যান্ড, গাইনি ওয়ার্ডের ওয়েটিং রুম, চাকরির ইন্টার্ভিউয়ের পর ক্যান্ডিডেটের মানসিক অবস্থা।

একেবারে ভিন্ন পরিস্থিতির তিন ধরনের পরিবেশ। আচ্ছা বলুনতো, এই তিন পরিবেশের মধ্যে কি কোনো মিল আছে? প্রশ্নটা শুনে অবাক হবেন হয়তো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একটা মিল কিন্তু তিন ক্ষেত্রেই আছে। বাস স্ট্যান্ডে যাত্রীরা তীর্থের কাকের মতো বসে আছে, কখন বাস আসবে কিংবা ছাড়বে। গাইনি ওয়ার্ডের ওয়েটিংরুমে হবু বাবা, আত্মীয়স্বজন উদগ্রীব হয়ে থাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদের আশায়। ইন্টার্ভিউয়ের পর ক্যান্ডিডেটের মনে-প্রাণে কামনা চাকরির অফারটা যেন আসে।

এই তিন ক্ষেত্রেই অপেক্ষা করার বিষয়টা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে ফেলেছেন। বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা, গাইনি ওয়ার্ডের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা, চাকরির ইন্টার্ভিউয়ের পরে অপেক্ষা। এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যেখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হয় না। টিকিট কেনার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা, সন্তান বড় হওয়ার জন্যে অপেক্ষা, একটা ভালো সংবাদের জন্যে অপেক্ষা। আমাদের জীবনের সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে মিশে আছে অপেক্ষা। আমরা চাই বা না চাই, অপেক্ষা আমাদের করতেই হয়।

গুরুজনদের থেকে আমরা শুনেছি, সবুরে মেওয়া ফলে। কথাটার ভাব সম্প্রসারণ করলে, বিষয়টা এমন দাঁড়ায় আমরা যাতে অপেক্ষার খেলায় রণভঙ্গ না দেই। বাংলা ভাষায় 'সবুর' শব্দটার একটা সুন্দর প্রতিশব্দ আছে : ধৈর্য। সবুর বা ধৈর্যের উপকারিতা বিষয়ক উদাহরণের কিন্তু কোনো অভাব নেই।

স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস বারবার ইংল্যান্ডের রাজার কাছে যুদ্ধে হারছিলেন। একবার তিনি ভীষণ মন খারাপ করে এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। মনে হচ্ছিল তার ভাগ্যে জয় নেই। তিনি ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলেন, এক মাকড়শা জাল বুনছে। মাকড়শা পর পর ছয়বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কিন্তু সপ্তমবারে ঠিকই সে সফল হলো। রবার্ট ব্রুস নতুন করে অনুপ্রাণিত হলেন। তিনি আরও কয়েকবার চেষ্টা করার পর বিজয়ী হলেন। অবশেষে তিনি ইংল্যান্ডের রাজাকে পরাজিত করতে সমর্থ হলেন। রবার্ট ব্রুসের বিজয়ের পেছনে অধ্যবসায় এবং চেষ্টার সাথে যোগ হয়েছিল অপেক্ষা। তিনি ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন বলেই, শেষ পর্যন্ত সফলতার মধুর স্বাদ পেয়েছিলেন। অপেক্ষা না করলে তাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে হারিয়ে যেতে হতো।

এক কথা থেকে তো আরেক কথা চলেই আসে। কাজ আরম্ভ করার সঠিক সময় বুঝতে পারেন না বলে, কিছু মানুষ কাজ থেকেই দূরে থাকেন। সেটাকে আমরা অলস মানুষের অপেক্ষা বলতে পারি। এই ধরনের অপেক্ষার আরম্ভ থাকলেও শেষ নেই। রুশ দেশের বিখ্যাত লেখক লিও তলস্তয়, 'থ্রি কোশ্চেন' গল্পে দেখিয়েছেন, কোনো কিছু আরম্ভ করার শ্রেষ্ঠ সময় হলো এখন মানে এই মুহূর্ত। তার জন্যে অপেক্ষা করার কোনোই দরকার নেই।

যাই হোক ফিরে আসি, যে কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। এক অপেক্ষা থেকে আরেক অপেক্ষা তৈরি হয়, তারপর আবার আরেকটা। এইভাবে চলতে থাকে অপেক্ষার পর অপেক্ষা, আরও অপেক্ষা। ওই যে বলছিলাম গাইনি ওয়ার্ডের ওয়েটিংরুমের কথা। প্রথমে বাবার অপেক্ষা ছিল কখন বাচ্চা হবে, তারপরে কখন স্কুলে যাবে, চাকরি করবে, বিয়ে করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিষয়টা অনেকটা আমরা যেন অন্তহীন অপেক্ষার বৃত্তে সারাটা জীবন ঘুরতেই থাকি! প্রেম যারা করে, তারা হাড়ে হাড়ে জানে অপেক্ষা করার অম্লস্বাদ কেমন! কখন প্রেমিকার সাথে দেখা হবে, কখন মান ভাঙবে, কখন মিলন হবে। সবকিছুর জন্যে মনে হয় শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কোনো এক কবি একবার ক্ষোভ করে বলেছিলেন, 'অপেক্ষা করতে করতে গাছ হয়ে যাব'। আক্ষেপের বিষয় হলো গাছ হওয়ার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না। অপেক্ষা করতে করতে পথ যায় বেঁকে, ভালোবাসা যায় হারিয়ে!

এক ব্যক্তি ওজন কমানোর জন্য বহু দিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো পরিবর্তন না দেখে, ডাক্তারের কাছে যেয়ে জানতে চাইলেন, ওজন কমানোর জন্যে আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে। ডাক্তার সাহেব জানতে চাইলেন, তিনি স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া এবং নিয়মিত ব্যায়াম করছেন কি-না। ভদ্রলোক জানালেন, এই দুটো জিনিস বাদ দিয়ে তিনি বাকি সবকিছুই করছেন। উত্তর শুনে ডাক্তার সাহেবতো একেবারে থ। বেচারা স্থূলকায় ভদ্রলোক বুঝলেন না, একনিষ্ঠ চেষ্টা না থাকলে, কিছু ত্যাগ স্বীকার না করলে সারা জীবন

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

অপেক্ষা করলেও লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না।

বিখ্যাত ফরাসি লেখক ভলটেয়ার লিখেছিলেন, 'আমরা কখনো বাস করি না, আমরা সারাক্ষণ বসবাসের আশায় থাকি'; (We never live; we are always in the expectation of living- Voltaire)। তার মতে, আমরা সারাটা জীবন অপেক্ষার মধ্যেই থেকে যাই। মার্কিন ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল হ্যান্ডলার তার The Ersatz Elevato লেখায় Violet নামের এক চরিত্র অন্যদের বলেছিল, 'আমিও প্রস্তুত না, তবে আরও অপেক্ষা করলে আমাদের বাকি জীবন অপেক্ষা করতে হবে।' বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা অবহেলা, অলসতা করে অপেক্ষায় থাকলে হবে না। অপেক্ষায় পূর্ণ একাগ্রতা না থাকলে চলবে না। কোনো কিছুর আরম্ভ করার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুত আমরা কখনই হতে পারবো না।

অপেক্ষা শুধু আমাদের নিজেকে নিয়েই সীমাবদ্ধ না। সমাজ, দেশ, বিশ্বকে নিয়ে আমাদের অপেক্ষা আর কত না আশা। একদিন দুর্নীতিহীন ও যৌক্তিক বাঙালি সমাজ হবে, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে, বিশ্ব থেকে সব ধরনের হানাহানি উঠে যাবে, ভীষণ সুন্দর একটা দিন আসবে, করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিন আসবে! প্রশ্ন হলো এই জন্যে আমরা কি কিছু করছি? না-কি স্থূলকায় সেই মানুষটার মতো হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে বসে আছি। অপেক্ষায় আছি, সবকিছু এমনিতেই হয়ে যাবে। কিন্তু আমরাতো স্পষ্ট জানি, চেষ্টা ছাড়া অপেক্ষা- অপেক্ষা হয়েই থাকবে। তাহলে আমরা বিখ্যাত সেই ইংরেজি কথাটা 'What are you waiting for?' কিসের জন্যে অপেক্ষা করছো? কিভাবে ভুলে থাকছি? কাজে কেন ঝাঁপিয়ে পড়ছি না?

অপেক্ষা করতে করতেই একদিন আমরা অপেক্ষাবিহীন

জগতে যেয়ে পৌঁছে যাব। এখন নাম না জানা এক কবির কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে না হয় বিষয়টা তুলে ধরি। তিনি লিখেছিলেন:

'Waiting for a phone call' একটা ফোন কলের জন্যে অপেক্ষা,
'Waiting for a text message' একটা টেক্সট ম্যাসেজের জন্যে অপেক্ষা,
'Waiting for a visit' একটা ভ্রমণের জন্যে অপেক্ষা,
'Waiting for a time' এমন একটা সময়ের জন্যে অপেক্ষা,
'When I no longer have to wait'- যখন আমাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না।

উত্তরাধিকার

১.
আমার ভেতর এক অদ্ভুত বৈপরীত্য আমাকে কুঁকড়ে দেয়। যেমন মিলিকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, কিন্তু প্রায়ই ইচ্ছা হয় দরজা খুলে কোথাও চলে যাই যেন মিলি আমাকে আর খুঁজে না পায়। সারা জীবন ধরে কাঁদুক আমার জন্য। আমার অফিসের ব্রেকরুমে একটা কাচের বোলে একটা গোল্ড ফিশ আছে, ওকেও আমার মাঝে মাঝে কাঁটা চামচ দিয়ে তুলে টয়লেটে ফ্লাশ করে দিতে ইচ্ছা হয়। অথচ আমি মুখে বলি, 'হাই ফিসি'। তারপর কিছু মাছের খাবার পানিতে ছিটিয়ে দেই।
ছোটোবেলায় আমাদের বারান্দায় একটা মরিচ গাছ ছিল। আমার মা খুব যত্ন করে পানি দিতেন আর ভাত খাওয়ার সময় সেই মরিচ আয়েশ করে মুখে দিতেন। একদিন স্কুল থেকে ফিরে আমার যে কী হলো আমি গাছটাকে গোড়াসুদ্ধ তুলে ফেললাম। আমার মা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আমাকে সব অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন- আমি কি কাউকে স্কুলে মারধর করি? আমাকে বললেন দরকার ছাড়া যেন আমি রান্নাঘরে না ঢুকি। ছুরি, কাঁচি, বঁটি, চুলা সবকিছু থেকে যেন দূরে থাকি। তারপর আমার মাথায় অনেকক্ষণ পানি ঢাললেন আর ঘর অন্ধকার করে আমাকে ঘুমাতে পাঠালেন। আমি শুয়ে শুয়ে মনে মনে লাল মরিচের গাছকে শত শত টুকরা করলাম। সেদিন আমার পাড়ার মাঠে খেলতে যাওয়া হলো না। এই শাস্তি কোনোভাবেই সেদিন মাথায় ঢোকেনি। এখন একটু একটু বুঝতে পারি কেন মা এতো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।
মিলি এখন আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে, কী শান্ত একটা মুখ! এখনো বাইরে ভোর হয়নি। হাসলে মিলির একটা দাঁত দেখা যায় যেটাকে গেজ দাঁত বলে। ওর হাসির সব থেকে সুন্দর অংশ যখন দাঁতের উপর আরেকটা দাঁত দেখা যায়। মিলি অনেকবার ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে বাড়তি দাঁত ফেলে দিতে চেয়েছে; কিন্তু আমি দেই না। আমার মতের বাইরে গিয়ে এই কাজটা সে করেনি। আমি প্রায়ই তার অনেক প্রশংসা করি। তখন সে নাক টেনে একটু শ্বাস নেয়। নাকটা একটু ফুলে উঠে, আমি টের পাই সে একটু লজ্জা পায়। আসলে সে তেমন আহামরি নয় দেখতে; কিন্তু আমার তাকে বড় ভালো লাগে। তার পাতলা কোমর জড়িয়ে ধরে আমি নির্লজ্জের মতো অনেক কিছু বলি। সে তখন কিচেনে গিয়ে সরিষার তেল দিয়ে ঝাঁঝ করে ঝালমুড়ি বানায়। মুখে কিছু না বলেও সে আমার প্রিয় একটা খাবার বানিয়ে আমাকে সুখী করতে চায়। তখন তার অতি সুখী মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার ইচ্ছা হয় চুলের মুঠি ধরে গলা বরাবর ঘ্যাচাং একটা কিছু করি। আমি ঝাটকা মেরে মুড়ির পাত্র সরিয়ে বলি, লবণ হয় নাই।
মিলি চোখ বড় করে ফেলে। সে মেলাতে পারে না কোনটা আসলে আসল আমি!

২.
আমার আর মিলির পরিচয় হয়েছিল হঠাৎ করে। আমরা একই ফ্লাইটে দুবাই থেকে আমেরিকা আসছিলাম। ফতুয়া পরা মিলি যখন আমার পাশের সিটে এসে বসলো আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে সে বাঙালি। প্রথম ঘণ্টাখানেক মিলি কোনো কথা বলেনি। সে তার সামনের স্ক্রিনটাও অফ করে রাখল। ফ্লাইটে এমনিতেই আমার অসহ্য লাগে। একটা ছোটো জায়গায় এতক্ষণ বসে থাকার ধৈর্য আমার নেই। আমি একটার পর একটা মুভি দেখি, কিন্তু পাশের সিটের মেয়েটি কেন জানালায় মাথা কাত করে মেঘ দেখছে এই ব্যাপারটা আমাকে অস্থির করে তুললো। আমার ধারণা হলো সে মুভি চালাতে পারছে না।
বাংলা না ইংরেজি বলবো মন স্থির করতে পারছিলাম না। আপনি না তুমি বলবো সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। এই মেয়ের বয়স পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের কোথাও।
তারপর বাংলায় বললাম, প্রথমবার আমেরিকা যাচ্ছেন?
সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। এই প্রথম তার আপাত অসুন্দর দাঁতের হাসিতে আমি আরেকটু অস্থির বোধ করলাম। এ যেন এক এলোমেলো হাসি, কিন্তু আমার ভালো লাগছে, আপন লাগছে। মনে পড়ল আমার মায়েরও এরকম একটা বাড়তি দাঁত ছিল মুখের বাঁদিকে।
- নাহ, আমি আর আমার পরিবার আমেরিকাতেই থাকি।
- মুভি দেখলে সময় ভালো কাটতো।
- আমার ফ্লাইটে মাথা ধরে, শব্দ ভালো লাগে না। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকি। আপনি দেখুন।
- আমেরিকায় কোথায় থাকেন?
- ভার্জিনিয়া। আপনি?
- জি, ডালাসে থাকি।
বুঝলাম দুজনকেই নিউ ইয়র্কে নেমে কানেকটিং ফ্লাইট ধরতে হবে। প্রকৃতির খেয়াল যে শুধু মাঝের অংশটুকু আমরা একসাথে পাশাপাশি মেঘের উপর ভাসব। এরপর মিলি একবার রেস্টরুমে গেল, একবার ইনহেলার ব্যবহার করলো আর প্রথমবার খাবারের ট্রে খুলেও দেখলো না। অদ্ভুত মেয়ে! আমি যখন মুভি দেখছি একটা মুভিতে কিছু অন্তরঙ্গ দৃশ্য ছিল, কিন্তু আড়চোখে দেখলাম মেয়েটি জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে একমনে তাকিয়ে আছে। তেরো ঘণ্টার লম্বা সে ফ্লাইটে চারখানা মুভি দেখে শেষের দিকে আমিও ঝিমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ভীষণ হৈচৈ আর ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভাঙলো। এয়ার হোস্টেজ সবাইকে সিট বেল্ট বাঁধতে বলছেন, আতঙ্কে অনেকেই চিৎকার করছিল। ভীতসন্ত্রস্ত মিলি এবার চোখ মেলে আমার

ইশরাত মেহেরীন জয়া

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

হাত চেপে ধরলো। ঘামে ভেজা সে হাত আর ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখে আমি তাকে অভয় দিলাম- কিছু হবে না। অন্তত দশ মিনিট ভালো রকমের ঝাঁকুনি খেয়ে মিলি ভীষণ বমি করলো। এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমি দেখলাম সে ট্রলি ঠেলে হাঁটতে পারছে না। আমি তাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিলাম। সেদিন তাকে বিদায় জানাবার সময় সেলফোন নম্বর বিনিময় করেছিলাম। এরপর কখন যেন কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই দেবী ভেনাসের কৃপায় মেঘের রাজ্য থেকে আমার জীবনে ভালোবাসা টুপ করে এসে পড়ল। ফোনে কথা বলেই টুকটুক করে এক সময় বিয়ে হয়ে গেল।

৩.

ইদানীং মিলি প্রায়ই বাচ্চার কথা বলে। আমি তাকে বলি আমরাতো ভালোই আছি, কিন্তু সে মানতে চায় না। আমার পরিবার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। শুধু জানে আমার তিন কূলে কেউ নেই। কেন কেউ নেই- এ নিয়ে তার মনে কোনো প্রশ্ন নেই। আর দশজন মেয়ের থেকে সে আলাদা। অফিস থেকে ফিরে লম্বা সময় সে নানা কিছু পড়ে যেমন গল্পের বই, বিভিন্ন আর্টিক্যাল, নানা ওয়েব সাইটের খবর। পড়ালেখা, আমি আর কাজের বাইরে তার তেমন কিছুতে আগ্রহ নেই। বেশ আধুনিক দম্পতি আমরা। মিলি মিলির মতো পড়াশোনা করে আর আমি আমার মতো ভিডিও-গেমে দৈত্য-দানব মারি। মাঝে মাঝে শুধু তার হাতের তালুতে মৃদু চাপ দিয়ে তাকে জানিয়ে দেই আমি তার পাশে আছি। শুধু ইদানীং বাচ্চার জন্য অস্থির সে। একদিন চোখ বড় বড় করে বললো, দেখেছো ছোটো ছোটো বাচ্চারা স্কুলেও নিরাপদ না। বন্দুক নিয়ে স্কুলে ঢুকে পড়ছে মানুষ। কী ভয়াবহ!

মানবসমাজ যেন বেঁচেবর্তে থাকে তাই বংশরক্ষার এক আকুতি আমাদের ভেতর স্রষ্টা রোপণ করে দিয়েছে। নাহলে তার মতো নির্লিপ্ত একজন মানুষ বাচ্চার জন্য কেন অস্থির হয়ে গেল?

মিলির পরিবারের লোকেরাও আমাদের বিয়েতে তেমন মাথা ঘামায়নি। আমি অফিসের কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে দিব্যি বিয়ে সেরে ফেললাম। মিলির বয়স তখন বত্রিশ। তার পরিবার স্বাভাবিক আর দশটা বাঙালি পরিবারের মতো মেয়ে বিদায় করতে পারলে বাঁচে। মিলি ভালো চাকরি করে। তাকে যার-তার সাথে বিয়ে দেয়া সম্ভব না, মানসিকতা মিলবে না। তার শ্বাসকষ্টের অসুখ আছে, বিদেশে তার সাথে সব মিলিয়ে পাত্র খুঁজে খুঁজে তখন তারা ক্লান্ত। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আমি বেশ ভালো পাত্র হিসেবেই আবির্ভূত হলাম। এখন পর্যন্ত সে এটাও খেয়াল করেনি আমার তেমন বন্ধুও নেই। আমরা যেন খাপে খাপে মিলে গেছি।

কিন্তু ইদানীং আমার রক্তের উত্তাল অস্থিরতা শুধু ভিডিও-গেমে একে-তাকে মেরে মিটছে না। বার বার গলা শুকিয়ে যায়, অস্থির লাগে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে মনে মনে মিলিকে গালি দেই- 'শালী, গর্ধভ তুই থাক তোর খবরের কাগজ নিয়ে'। আমি একটা লাল স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছি। সেখানে আমার সব টাকাপয়সা। মিলিকে আমি আটকে রাখবো না আর বেশি দিন।

৪.

কোনো কোনো স্মৃতি সারাজীবন তার সব বর্ণ, গন্ধ আর আতঙ্ক নিয়ে মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। তখন সম্ভবত আমার বয়স নয় বছর। মফস্বলে এরকম অনেক বাড়ি আছে যার মাঝে উঠোন আর চারপাশে ঘর। সেদিন আমি এরকম একটা বাড়ির লাল সিমেন্টের সিঁড়িতে বসে আছি, লবণ দিয়ে আমড়া খাচ্ছি। আমার বাবা বাইরের ঘরে কাজ করছিলেন আর মা রান্নাঘরে ডালে কেবল ফোঁড়ন দিয়েছেন, একটা ঝাঁঝালো গন্ধ আসছিল নাকে। বারান্দার পিছনে যে ঘর তাতে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে আমার বাবার বড় ভাইকে। উনার খোঁচা খোঁচা আধা কাঁচা-পাকা দাড়ি। উনি আমাকে সব সময় ফিসফিস করে বলতেন- খোকা দরজা খুলে দে, আমি তোকে পয়সা দেব।

- না, আপনি পাগল। খুলে দিলেই আপনি বঁটি নিয়ে আমাকে দৌড়ানি দিবেন।

- কিচ্ছু করবো না, খুলে দাও। এই দেখ আমার কাছে পাঁচশ' টাকার নোট।

মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম সত্যি একটা সবুজ রঙের কাগজ। পাঁচশ' টাকাইতো মনে হচ্ছে। আমি নোটটা দেখতে উঠে গেলাম আর ঠিক তখন কাকা আমার হাতটা খপ করে ধরলেন। মাথাটা জানালার শিকে আটকে কানে কামড় দিলেন- 'ছিটকিনি খোল, হারামির বাচ্চা, বিচ্ছু।'

আমার চিৎকারে মা দৌড়ে এসে আমাকে বাঁচাতে ছিটকিনি খুলে দিলো।

চাচা ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে প্রথমে একটা বঁটি নিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে আর আমার সামনে দিয়েই এক কোপে প্রথমে একটা বিড়াল তার পর কিছু গাছ কাটলেন। মা আমাকে নিয়ে দৌড়ে একটা ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলো। আমার মায়ের চিৎকারে বাবা বাইরের ঘর থেকে একটা টিনের দরজা ঠেলে ঢুকতে না ঢুকতেই, রক্তে লাল। কী ভীষণ রক্তিম সেই লাল। তারপর থেকে আমি কোনোদিন ডাল খাইনি আর লাল রঙের জামা পরিনি।

সেই সময় স্কুলে 'পাগলের বংশ' কথাটা অনেকবার শুনেছি। দাদাও নাকি আমার দাদিকে কুপিয়ে মেরেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ কত কিছু পায়! কেউ পায় অর্থ-সম্পত্তি, রূপ, মেধা আর আমি পেয়েছি পাগলামির বীজ। সেই ঘটনার পর আমি আর মা আর খুব বেশি দিন ওই শহরে থাকিনি। সবকিছু ছেড়ে চলে এলাম আমরা ঢাকা শহরে। মা আমাকে আগলে রাখতেন। শুধু মরিচ গাছ উপড়ানো ছাড়া আমি এ পর্যন্ত আর কিছুই করিনি। কিন্তু মনে মনে কত কী যে করি! মা তার মৃত্যুর আগে আমাকে বলেছিলেন, তুই এই পৃথিবীতে বংশধর আনিস না। তোর চাচা চল্লিশ বছরে পাগল হয়েছিল। তোর দাদাও তাই। তোর বাবা তার আগেই চলে গেছেন, না হলে কী হতো কে জানে? এই পাগলামির বীজ এখানেই থামুক।

আজ আমার চল্লিশ বছর হবে। বাইরে পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। জানালার ফাঁক গলে হালকা লালাভ একটা আলো ভোর হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বেডসাইড ড্রয়ার থেকে একটা ইনহেলার বের করে বিছানার পাশে রাখলাম, যাতে ঘুম থেকে উঠে মিলি সহজে খুঁজে পায়। আমাকে খুঁজে না পেলে তার শ্বাসকষ্ট হতে পারে। উকিলের সাথে কথা বলেছি, নিরুদ্দেশ থাকলে এমনিতেই বিয়ে খারিজ হয়ে যায়। একজন মানুষ যাকে মন দিয়ে ভালোবেসেছি তার কোনো ক্ষতি আমি করতে চাই না। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা মিলিকে পাশ কাটিয়ে আমি একটা লাল স্যুটকেস নিয়ে ধীরে ধীরে দরজা খুলে বের হয়ে এলাম।

অন্ধকার মেঘের রাজ্য থেকে এক ঝড়ের রাতে মিলিকে উড়িয়ে এনেছিলাম- আবার তাকে মুক্ত আকাশেই ছেড়ে দিয়ে গেলাম।

মৃত্যু এক শান্ত চিলের মতন

সালেহীন সাজু

ফোটায় ফোটায় হলুদ
বৃক্ষ ডাল থেকে অবিরাম ঝরছে,
ঝরতে ঝরতে ঝরতে
মিশে যাচ্ছে ঘাসে, ধুলোয়, কাদায়,
কখনো ভেসে যাচ্ছে স্রোতে, অদূরে ডুবে যাচ্ছে অতলে,
ঝরাবনে বসে ভাবি- এখন মধ্য দুপুর
তবু কয়েকটি সাদা দাড়ি, অনেকগুলো সাদা চুল,
ভাবছি, সাদা কি তবে হলুদ নয়?
সাদা চুলে মেহেদী রঙে যেমন বর্ণিল হয়।
মৃত্যু কি হঠাৎ করেই আসে?
নাকি সে উড্ডীন শান্ত চিলের মতন
দূর থেকে আঙ্গিনায় ছায়া ফেলতে ফেলতে
ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ঝরাবনে পত্র-পল্লবগুলো যেমন
দূরের শীত টের পায়,
মানুষের অঙ্গগুলোও তেমন
চুলগুলো সাদা, দৃষ্টি সংকুচিত হয়,
হাড় গুলো ভেতর ভেতর ক্ষয়ে যায়,
ভাবি, ব্রম্মাণ্ডও তার জরাগ্রস্ত, প্রবীণ পাতাকে
ঝরিয়ে নেয়, নতুন পাতার প্রত্যাশায়।

মানবীয়

শম্পা চক্রবর্ত্তী

অধিকার জয়ী মুক্ত স্বদেশে
কপট দুর্ভিক্ষ- পীড়িত দেশে

এক শিশুকে ভাগাড়ের ভাগ দিয়েছিল শারমেয়।
বুঝেছিল, শিশুটির ক্ষুধার জ্বালা ছিল অপরিমেয়।

স্বাধীন স্বদেশের সব প্রদেশের ঠিকানা মুক্ত শিশুটি।
হয়তো কোথাও ঠিকানা জুটিয়েছে সেই শারমেয়টি।

পথের ধারে পেটে হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়েছে এক ছেলে।
দূরদেশ হতে তার প্রাণ বাঁচাতে কেউ কিছু নিয়ে আসবে বলে।

একদিন সে দেখেছিল, বোঝাই করা এক লরি এসেছিল,
ত্রাণের লাইনে হুল্লোড় দেখে, সেই লরি ফিরে গিয়েছিল।

সেদিন ক্ষুধা বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ মানুষের কান্না শুনেছে সে।
ওদের সাথে লাইনে দাঁড়াবে তখনো তেমন বাড়েনি সে।

জেনেছে এখানে আর কিছুই মিলবে না তার
পাশের ভাগাড়েও শকুনিরা নেমেছে এবার।

ওধারে মানুষ এধারে শকুনি বীভৎস চিৎকার
ব্রত রোজায় ক্ষীণ হয়ে আসে আলো তার।
নিভু নিভু আলোতে আজ অনুমেয়
কিছুটা মানবীয় ছিল সেই শারমেয়।

করোনা বলয়ে দূরত্বের ভালোবাসা

মেহাম্মদ আলী মানিক, এম,ডি, এফএএপি
বোর্ড সার্টিফাইড পিডিয়েট্রিশিয়ান

এসেই দেখি তোমার এতগুলো মিসকল,
ফোনটা গাড়িতে রেখে এসেছিলাম
তাই ধরতে পারিনি। বলো কেমন আছো?
এতদিন দেখোনি বলে ভীষণ মিস করছো?
আমারও একই অবস্থা, তোমাকে ভীষণ মিস করছি!
তুমি নেই, বিশাল বাড়িটা নিস্তব্ধ, যেন সাহারা মরুভুমি!
তোমার সেই চরকির মতো হাঁটাচলা, টেলিফোনে
অনর্গল সংলাপ এখনো কানে বাজছে!
তোমাকে নিয়ে চিন্তা করোনা, তুমিতো জানো
রান্নায় আমার জুড়ি নেই,
তাই খাওয়া দাওয়ারও চিন্তা নেই!
জানো, এই করোনা কিন্তু আমাদের জন্য সাপে বর
হয়ে এসেছে! এই যে তুমি মায়ামিতে ছেলেটার কাছে আছো,
ওকে আগলে রেখেছো, এটা যে তোমার জন্য কত বড় পাওয়া
তা আমি ছাড়া আর কেই বা বুঝবে?
ওকে কি তুমি এখনো আগের মতো হাতে খাইয়ে দাও?
ভাগ্যিস এই করোনা মহামারীর সময় তুমি ছেলের কাছে
আছো! আর তা না হলে 'তোমার কলিজার টুকরার'
চিন্তায় পাগল হয়ে যেতে!
মেয়েটার সাথে কি আজ কথা বলেছো? আমার সাথে কথা
হয়েছে, বাসা থেকেই অফিস করছে। ও ভালোই আছে।
কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, সাড়া পাচ্ছিনা যে? জানো, এই
মুহূর্তে আমরা তিন ভূবনের বাসিন্দা। তুমি ছেলেকে নিয়ে
ফ্লোরিডায়, মেয়ে তার কুকুর ছানাকে নিয়ে টেক্সাসে আর
আমি বিড়াল ছানা সেডরিককে নিয়ে জর্জিয়াতে।
কি বললে সেডরিককে মিস করছে। কেননা মাঝে মাঝে ওকে
বিষন্ন দেখা যায়।
অনেক রাত হয়ে গেলো, কালতো আবার চ্যাম্বার আছে।
এই করোনা ক্রান্তিলগ্নে নিজের দিকে খেয়াল রেখো,
শুভরাত্রি।

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
New York

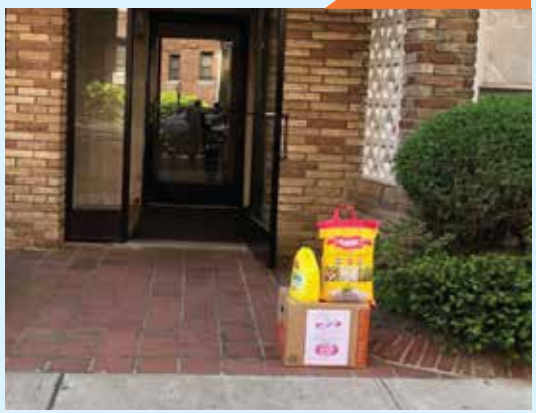

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
New York

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
New Jersey

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
Atlanta, Georgia

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
Atlanta, Georgia

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
Dallas, Texas

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution-2020
Crystal Open Scout, Bangladesh

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
Crystal Open Scout, Bangladesh

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
Rotary District 3281, Bangladesh

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Operations
Chhayatal, Bangladesh

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
Bidyanondo, Bangladesh

Bidyanondo Foundation Bangladesh
(Registration No: S-12258/2015)
Web: www.bidyanondo.org
Email: support@bidyanondo.org

7th November, 2020

To

Dr. Ahsan Chowdhury

Executive Secretary

FOBANA

North America

Subject: Receiving acknowledgement and thanks letter for the contribution.

Sir,

We would like to take the opportunity to thank you on behalf of Bidyanondo Foundation for your contribution. Your contribution of a total **$1800** means a lot to us. The financial support from this renowned community (Federation of Bangladeshi Associations in North America- FOBANA) would help us fulfilling our mission of supporting COVID affected people of Bangladesh and helping to inspire them in the best possible way.

We are really grateful for your support. The support from generous community like yours is the reason for our tireless work. It's because of you that we are able to deliver our best to the community.

Thank you once again for making our mission a success. We will look forward for your support in future too.

Yours sincerely,

Salman Khan Yeasin

Head of Image and Communication

Bidyanondo Foundation

House: 13, Road: 2/B, Pallabi R/A, Mirpur 11.5, Dhaka 1216, +8801878116234

Flood Relief and Winter Clothes Distribution
Shohomormita Foundation, Bangladesh

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Distribution
Shohomormita Foundation in cooperation with
Bangladesh Youth Association of Texas

34th FOBANA CONVENTION 2020
28-29 November

FOBANA COVID-19 Disaster Relief Operations
Manush Manusher Jonyo, Bangladesh

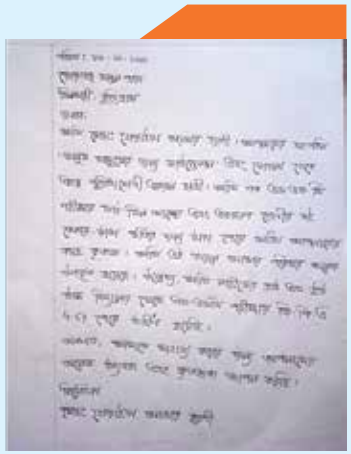

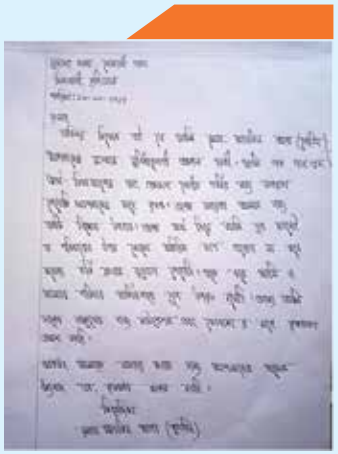

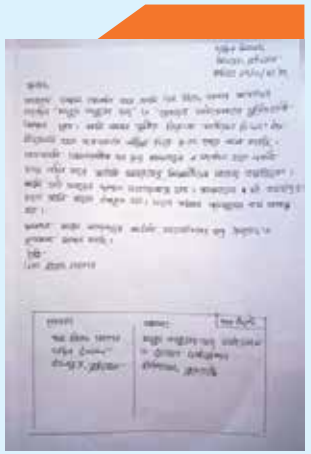

BUSINESS America

AVAILABLE NOW

100

MOST INFLUENTIAL
GLOBAL BANGLADESHI BUSINESSMEN

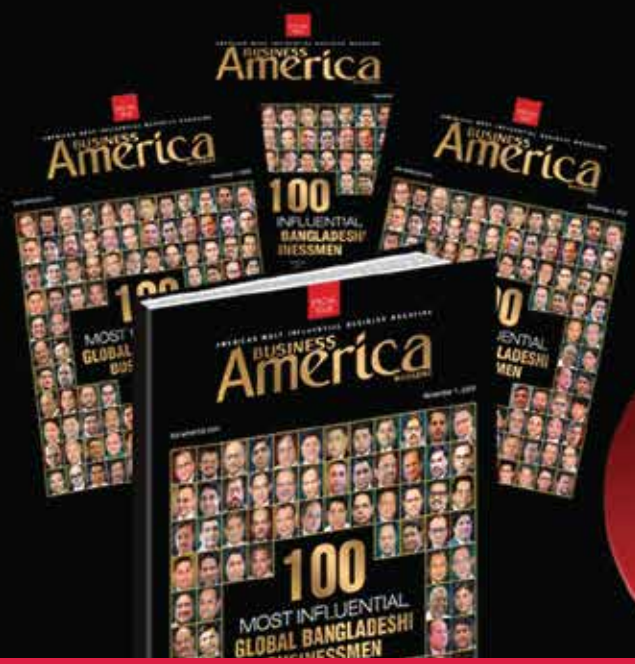

COLLECT YOUR COPY

bamericamagazine@gmail.com | info@biz-usa.org

biz-america.com | biz-usa.org